মহাভারতের সময়

সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে," এইরূপ বলা হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কণিকার গতিদ্বারাই সময়ের উপলব্ধি হয়। এখন দেখিতেছি, কণিকার গতিপথের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বিন্দুতে এরূপ কোন বিশেষত্ব নাই, যদ্দ্বারা মাত্র একটীকে পূর্ব্ববর্ত্তী ও অপরটীকে পরবর্ত্তিরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব সময়ের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ক্ষণে যদি এরূপ কোন বিশেষত্ব থাকেও, তাহা আমাদের অবগত হওয়ার কি সুবিধা থাকিতে পারে? প্রকৃত পক্ষে আমরা যে প্রকারে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী নির্দ্দেশ করি, তাহা সময়ের মৌলিক ধর্ম্ম হইতে পাই নাই, তাহা স্মৃতির বিষয়। স্মৃতির ধারণা হইতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন ভাগে কাল বিভক্ত হইয়াছে এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান দ্বারা আমরা কালের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করি।

যে কোন সময়কে সেই সময়ে বর্ত্তমান কাল বলে, বর্ত্তমান কালকে মধ্যবর্ত্তী পর্য্যায় ধরিয়া সমগ্র কালকে পূর্ব্ববর্ত্তী, মধ্যবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী তিনটী খণ্ড পর্য্যায়ে বিভক্ত করিতে পারি। অপর দুইটীর অন্তর্ভুক্ত যে সময়ের কোন কোন ঘটনা বর্ত্তমান কালে স্মরণ হয়, তাহা অতীত কাল এবং অবশিষ্ট সময়টী ভবিষ্যৎ কাল। এই অতীত কালকেই বর্ত্তমান কালের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ভবিষ্যৎ কালের পরবর্ত্তী বলা হইয়া থাকে।

উপসংহার

১ম স্বীকার্য্যে "সরলরেখা" শব্দটীর ব্যবহার আছে। ইউক্লিড রেখা অথবা সরলরেখার কোন নির্দ্দোষ সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। আমরা রেখার ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি, কণিকার গতিপথই রেখা। আলোকরশ্মি ও সমবেগে চালিত গতির পথ হইতেই আমরা সরলরেখার জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া থাকি।

দেশের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একটী কণিকা সমবেগে (সরলরৈখিক পথে) চালিত হইতে পারে। এই জ্ঞানের অনুকৃতি ক্ষমতানুযায়ী ক্ষুদ্র পটে অঙ্কিত করাই ১ম স্বীকার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কোন একটা কিছু প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাদের যাবতীয় প্রত্যঙ্গ এবং তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক অবগত হওয়া প্রয়োজন। তজ্জন্য রেখার প্রত্যঙ্গগুলি বিশ্লেষণ ও তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক নিরূপণ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি;—

কণিকা যে যে বিন্দু অতিক্রম করিয়া যায়, তাহাদের সমষ্টিই রেখা। কণিকা-সমষ্টি শৃঙ্খলরূপে পরিণত হইয়া রেখা উৎপন্ন করে। রেখার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কণিকাগুলির পরস্পরের সম্পর্কসূচক রেখার শৃঙ্খলত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অপর এক জাতীয় শৃঙ্খলের সঙ্গে বিশেষ-রূপে জড়িত। এই শৃঙ্খলের নাম কাল। কাল শৃঙ্খলিত ক্ষণের সমষ্টি। কার্য্যদ্বারা কালের উপলব্ধি হয়। জগতের যাবতীয় কার্য্য কণিকার গতিসমষ্টি দ্বারা উৎপন্ন। অতএব কালসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান, কণিকার গতিপথরেখার উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ

বলা যাইতে পারে, স্থানসম্বন্ধীয় সমানতা হইতে সময়-সম্বন্ধীয় সমানতা স্বতন্ত্র। কিন্তু স্থানীয় সমানতা ব্যতীত সময়ের সমানতা উপলব্ধি করিতে মানব অক্ষম। তজ্জন্যই "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে "সময়ঘটিত সমানতার সংজ্ঞা স্থানঘটিত সমানতার উপর নির্ভর করে," এইরূপ বলা হইয়াছে।

গতিশীল কণিকা যে ক্ষণে একটী বিন্দুতে অবস্থিতি করে, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী ক্ষণে উক্ত বিন্দুর সংযুক্ত অপর একটী বিন্দুতে অবস্থিতি করিবে। অতএব কণিকার গতির জ্ঞান হইতে কালের পৌর্ব্বাপর্য্যের জ্ঞান পাওয়া গেল। পুনরায় এই পৌর্ব্বাপর্য্য হইতে রেখার পৌর্ব্বাপর্য্য উপলব্ধি হইয়া থাকে (১৩৬ পৃঃ)। সুতরাং রেখা ও কালের পৌর্ব্বাপর্য্য-জ্ঞান অন্যোন্য-সাপেক্ষ। সংজ্ঞানুসারে আমরা যে কোন ক্ষণকে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ধরিয়া নিতে পারি। কিন্তু ব্যবহারতঃ সর্ব্বদাই দুইটী ক্ষণের মধ্যে বিশেষ একটীকেই মাত্র পূর্ব্ববর্ত্তিরূপে ধরিয়া নেই। ইহা প্রকৃতপক্ষে সময়ের মৌলিক ধর্ম্ম নহে। এই জ্ঞান স্মৃতি হইতে প্রাপ্ত (১৩৭ পৃঃ)। তাত্ত্বিক হিসাবে স্থান ও কালঘটিত পৌর্ব্বাপর্য্যে কোন বিশেষত্ব নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

মহাভারতের সময়

এইরূপ ঐতিহ্য ও হিন্দুগণের বিশ্বাস যে, ভগবান্ ব্যাসদেব ভারত নামে ঐতিহাসিক কাব্য প্রণয়ন করেন। তাহার সহিত তাঁহার শিষ্যগণের রচিত্র ঘটনাগুলি সংযুক্ত হইয়া কাব্যটী মহাভারত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা রত্নরাজির অগাধ সমুদ্র। যিনি যে বিষয়ের অভিলাষ করিয়া ইহাতে নিমজ্জিত হইয়াছেন, তিনিই ইহা হইতে অভীপ্সিত রত্ন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই কারণে ইহার জনৈক লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতে যাহা আছে, তাহা অন্যত্র থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা ভারতে নাই, তাহা কুত্রাপি নাই।* মহাভারত ইতিহাস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।† বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ গুণবিশিষ্ট গ্রন্থকে লোকে ইতিহাস বলিতে শিক্ষিত হইয়াছে, মহাভারত সেরূপ না হইলেও ঘটনার বর্ণন ও চরিতের উল্লেখ থাকায় প্রাচীন নিয়ম-মতে ইহাও ইতিহাসপদবাচ্য হইবার সম্পূর্ণ অধিকার রাখে। সুতরাং আমাদের ঋষিগণ ইহাকে ইতিহাস ও কাব্য উভয়ই বলিয়া গিয়াছেন।

মহাভারতে অনেক বিরোধ উক্তি আছে। একই ঘটনা দুই তিন চারি বার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কথিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা স্বতঃ মনে এই ভাব উদয় হয় যে, ইহা একজনের লেখনীপ্রসূত নহে—ইহাতে বিভিন্ন বিভিন্ন সময় ও ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনা স্থান লাভ করিয়াছে। যদৃচ্ছভাবে পাঠ করিলে ত ইহা প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে, তন্ন তন্ন ভাবে পাঠ করিলে তাহাই সুস্পষ্ট হইয়া সময় নির্দ্ধারণেও সহায়তা করে।

কৃষ্ণচরিত্রে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন যে, স্থূলতঃ মহাভারতে তিন প্রকার রচনা আছে। প্রথম মূল ঘটনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত রচনা। দ্বিতীয় ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অবান্তর রচনা। তৃতীয় ঘটনার সহিত সম্বন্ধহীন অবান্তর রচনা। প্রথমটী তাঁহার মতে ভগবান্ ব্যাসদেবের রচনা, দ্বিতীয়টী ধার্ম্মিক কবিগণের রচনা, তৃতীয়টী কুকবিগণের রচনা। শেষটী তাঁহার মতে মহাভারত হইতে পরিত্যক্ত হইলেও তাহার মহাভারতত্বের হানি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মত যুক্তিমূলক; তথাপি সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত ঐকমত্য হওয়া যায় না, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি।

বঙ্গদেশ, অযোধ্যা ও বোম্বাই অঞ্চলে যে যে মহাভারত মুদ্রিত দৃষ্ট হয়, সেগুলির পরস্পরে অবান্তর অল্পবিস্তর প্রভেদ থাকিলেও মূল ঘটনাবর্ণনে সকলের ঐক্য আছে। ইহার পাঠে

---

* ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥—আদি, ৬২।৫৩

† আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি।—আদি, ১।২৩,৮৭
বহুধোপাখ্যানেতিহাসানাং তথা ভারতমুচ্যতে।—আদি, ১।২৬৬

মোটামুটি এই জানা যায় যে, মহাভারত অন্ততঃ চারি বার প্রতিসংস্কৃত হয়। প্রথম রচনা ভগবান্ ব্যাসদেবের—তাহাতে সঞ্জয় বক্তা ও ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতা। দ্বিতীয় সংস্করণে রৌমহর্ষণ পৌরাণিক মহাভারতকে আখ্যায়িকার দ্বারা পূর্ণ করেন। তৃতীয় সংস্করণে জনমেজয় রাজা শ্রোতা ও ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন বক্তারূপে রহিয়াছেন। চতুর্থ সংস্করণে কুলপতি শৌনকের সত্রে উপস্থিত ঋষিমণ্ডলী শ্রোতা ও রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সৌতি বক্তা রহিয়াছেন। মহাভারতের এই চারি প্রতিসংস্কারের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের তিন স্তরের সহিত স্বীকার করিলে জানা যাইতেছে যে, উহাতে অন্ততঃ দ্বাদশ প্রকারের রচনা বর্ত্তমান অর্থাৎ এই কথাই অন্য ভাবে প্রকাশ করিলে দাঁড়াইতেছে যে, মহাভারতে দ্বাদশ বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ের রচনা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাভারতের বর্ণিত বিষয়ের দুইটি সূচী মহাভারতেই পাওয়া যায়। একটি অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে, দ্বিতীয়টি পরবর্ত্তী পর্ব্বসংগ্রহ অধ্যায়ে। প্রথমটিতে "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়" ভণিতাযুক্ত সংক্ষিপ্ত ভারত আছে। ইহাতে উত্তরার গর্ভপাত পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ আছে। দ্বিতীয়টিতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনার সংক্ষিপ্ত-বিস্তারভেদে দুইটি সূচী আছে। অধ্যায়-শেষে মহাভারতের বিষয়ের বহির্ভূত হরিবংশ-গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে। ইহাতে জানা যায় যে, পর্ব্বসংগ্রহ দুই জন কবি বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত করেন। বিস্তৃত অংশটি সম্ভবতঃ হরিবংশকারের রচনা হইতে পারে।

অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেব উপাখ্যানবর্জ্জিত চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকযুক্ত মহাভারত লিখিয়া তাহার সূচী অনুক্রমণিকারূপে প্রণয়ন করেন, তাহাতে প্রায় দেড় শত শ্লোক আছে এবং পর্ব্বানুসারে বৃত্তান্তগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। ইহা ব্যাসদেব তাঁহার পুত্র শুককে প্রথম শিক্ষা দেন। তার পর তাঁহার অনুরূপ শিষ্যগণকে উহা প্রদান করেন।* এই অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে ইহাও লিখিত আছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেব মহাভারতের ঘটনাগুলি মনে মনে স্থির করিয়া লিখিতে পারিতেছিলেন না, ইত্যবসরে পদ্মযোনি তাঁহার সম্মুখীন হন। তিনি ব্রহ্মার সম্মান করিয়া বসাইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাভারত প্রচারে বিলম্ব কেন? তাহাতে ব্যাসদেব বলিলেন, দ্রুত লেখকের অভাবে আমার অভীষ্ট কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন, গণেশ দেবতাকে স্মরণ করুন—তিনি দ্রুতলেখক। এইরূপ উপদেশ দিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। ব্যাসদেব

---

* চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্। ১০২
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
ততোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপঃ কৃতবান্ ঋষিঃ। ১০৩
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাম্।
ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্ব্বং পুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকম্॥ ১০৪
ততোঽন্যেভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ।

গণপতি ঠাকুরকে বলিলেন যে, আপনি না বুঝিয়া কিছু লিখিবেন না। তাই গণেশ দুরূহ স্থলে লেখনীর বিরাম দিতেন। সেই অবসরে ব্যাসদেব অনেক শ্লোক রচনা করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে অনেক জটিল ভাব আছে। তাই তাহা ব্যাসকূট বলিয়া প্রচলিত। উহার অর্থ ব্যাসদেব ও শুক জানেন, সঞ্জয় জানেন কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই।* এইরূপ প্রবাদ যে, গণেশ ওঁ উচ্চারণ করিয়া মহাভারত লিখিতে আরম্ভ করেন। এই রচনা ভগবান্ ব্যাসদেবের কথন হইতে পারে না—ইহা যে পরবর্ত্তী লেখকের যোজনা, তাহার সন্দেহ নাই। তখন ব্যাসদেব ঈশ্বরপদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন। কারণ, তাঁহার লেখকরূপে গণপতি ঠাকুর আসরে নামিতেছেন।

আবার আদিপর্ব্বের দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেব তপোনিয়ম অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ নিষ্ঠাপূর্ব্বক নিত্য লিখিয়া তিন বৎসরে মহাভারত প্রণয়ন করেন।† মহাভারতে যেরূপ গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব ও মোক্ষশাস্ত্রের সত্যগুলি কথিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা যদৃচ্ছভাবে তড়্‌বড়্ করিয়া বলিয়া যাইবার বিষয় নহে। উহা আত্মা মন ও সংযত করিয়া স্বয়ং লিখিবার বিষয়; সুতরাং গণেশের লেখকরূপ প্রবাদ সর্ব্বথা মিথ্যা। কারণ, এই অধ্যায়-বর্ণিত কথাই তাহা খণ্ডন করিতেছে।

আবার শান্তিপর্ব্ব ৩২৭ অধ্যায়ে ব্যাসদেব ও তাঁহার চারি শিষ্য সম্বন্ধে যেরূপ কথা লিখিত আছে, তাহাতে শিষ্যগণের অনুদারতা ও ব্যাসদেবের মহানুভবতা প্রকাশিত হইতেছে। শিষ্যগণ গুরুকে প্রার্থনা করিতেছেন যে, তাঁহার ষষ্ঠ শিষ্য যেন জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ না করে—অর্থাৎ তাঁহার পুত্র শুকদেব ও বৈশম্পায়ন সুমন্ত, জৈমিনি ও পৈল ব্যতিরেকে তাঁহার অন্য শিষ্যগণ যেন বিখ্যাত না হন।‡ এ অংশটি যে বৈশম্পায়ন আদির রচনা নহে,

---

* পরং ন লেখকঃ কশ্চিদেতস্য ভুবি বিদ্যতে। ৭০
কাব্যস্য লেখনার্থায় গণেশঃ স্মর্য্যতাং মুনে।
এবমাভাষ্য তং ব্রহ্মা জগাম স্বং নিবেশনম্॥ ৭৪
লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক। ৭৭
ব্যাসোঽপ্যুবাচ তং দেবমবুদ্ধা মা লিখ ক্বচিৎ।
ওমিত্যুক্ত্বা গণেশোঽপি বভূব কিল লেখকঃ। ৭৯
অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি সঞ্জয়ো বেত্তি বা ন বা। ৮১

† ত্রিভির্বর্ষৈর্লব্ধকামঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ॥ ৪১
নিত্যোত্থিতঃ শুচিঃ শক্তো মহাভারতমাদিতঃ।
তপোনিয়মমাস্থায় কৃতমেতন্মহর্ষিণা॥ ৪২
ত্রিভির্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমুত্তমম্। ৫২

‡ কাঙ্ক্ষামস্তু বয়ং সর্ব্বে বরং দত্তং মহর্ষিণা।
ষষ্ঠঃ শিষ্যঃ ন তে খ্যাতিং গচ্ছেদত্র প্রসীদ নঃ। ৪০

তাহা ঠিক। ইহা কোন কূটকারী লেখক অভিসন্ধি পূরণার্থে যে তাঁহাদের প্রতি আরোপিত করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক, উদারপ্রকৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ ভগবান্ ব্যাসদেব শিষ্যগণকে মোক্ষপ্রাপক বচন দ্বারা উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, তোমরা যে যে বেদপ্রচারব্রতে আদিষ্ট হইয়াছ, তাহা ত করিবেই; তবে বেদের সারভূত এই মহাভারত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রজাতিনির্বিশেষে সকলকেই শ্রবণ করাইবে।*

এখন কথা দাঁড়াইতেছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেবের সমসময়ে কি তাঁহার চারি শিষ্য ছিলেন, না তাঁহারা পরবর্ত্তী কালের লোক? মহাভারতের সর্ব্বত্রই সঞ্জয় বক্তা ও ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতারূপে কথিত। ব্যাসশিষ্যমধ্যে সঞ্জয়েরই নাম রহিয়াছে। এই সকল বিষয় ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বোধ হয় যে, ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার ভারতগ্রন্থ সূতজাতি সঞ্জয়ের মুখেই প্রচারিত করিয়া পুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রবণ করান। তারপর জনমেজয়ের সভাসদ সূতজাতি রোমহর্ষণ ইহাতে আখ্যায়িকা সংযুক্ত করিয়া ইহার কলেবর পুষ্ট করেন। তারপর জনক রাজার পুরোহিত বৈশম্পায়ন, পৈল, সুমন্ত, জৈমিনি প্রভৃতি বৈশম্পায়ন-ভাগিনেয় যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি জনকের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া জনমেজয়ের সভাসদ নিযুক্ত হন। ইঁহারাই ভারতকে নানারূপ আখ্যায়িকা ও চরিতভূয়িষ্ঠ করিয়া মহাভারতে পরিণত করিয়া দিয়াছেন। এইটিই সূতজাতি উগ্রশ্রবা সৌতি ঋষিমণ্ডলীকে শ্রবণ করান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শৌনকের সময়েও সূতজাতি পৌরাণিকগণই সাধারণকে মহাভারত শ্রবণ করাইতেন, তখনও তাহার ব্রাহ্মণ-পাঠক নিয়োগের পুরুষানুক্রমিক প্রথা প্রচলিত হয় নাই। অতএব নিশ্চিত প্রমাণিত হইল যে, ভগবান্ ব্যাসদেবের সমসময়ে তাঁহার চারি শিষ্য ছিলেন না। তাঁহারা পরবর্ত্তী কালের লোক। তাঁহার ভারতগ্রন্থের পঠন-পাঠন ও উন্নতির জন্য তাঁহারা আপনাকে ব্যাস-শিষ্য বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে পরীক্ষিতোপাখ্যান, আস্তিকচরিত, শৌনকের কুলবৃত্তান্ত ও পৌষ্য রাজার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এগুলিতে অনেক পরবর্ত্তী কালের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। যেমন পরীক্ষিৎ তক্ষক নাগ কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। নাগ অর্থে সর্প। তক্ষক সর্পগণের অধিপতি ছিল। সে তক্ষশিলা নামক স্থানে রাজ্য করিত। তাহার ভাগিনেয় আস্তিক মুনি। তিনিই জনমেজয়ের নিকট বর লাভ করিয়া সর্পযজ্ঞের অগ্নিতে পতনোন্মুখ মাতুল তক্ষককে উদ্ধার করেন। এ সকল বিষয় কবিকল্পনা নহে—সত্য বিষয়। নাগ সর্প নহে—তাহারা মনুষ্যজাতিবিশেষ। ভগবান্ কপিল ভূতসর্গের চতুর্দ্দশ সংখ্যা দিয়াছেন। এই নাগগণ দেবযোনির অন্তর্গত, ইহারা সম্ভবতঃ ভারতে নূতন উপনিবেশ

---

* উবাচ শিষ্যান্ ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম্যং নৈঃশ্রেয়সং বচঃ।
ব্রাহ্মণায় সদা দেয়ং ব্রহ্মশুশ্রূষবে তথা। ৪৩
শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্য্যং মহৎ স্মৃতম্। ৪৯

স্থাপন করিতেছিল। ইহারা সম্ভবতঃ ক্রূরপ্রকৃতির লোক ছিল, তাই ব্রহ্মবাদিগণ তাহাদের সহিত করণকারণ ও সদালাপ করিতেন না। ইহাদের সহিত হয় ত তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। দেশাধিপতি পরীক্ষিৎ তাই তাঁহাদের সহায়তা করেন। তাহারা হয় ত দমিত হইয়াছিল, কিন্তু শত্রুতা বিস্মৃত হয় নাই, তাহারই ফলে পরীক্ষিতের উপাংশুহত্যা।

আয়োদধৌম্যের শিষ্যানুশিষ্য উতঙ্ক গুরুদক্ষিণার জন্য উপাধ্যায়িনীর নিমিত্ত পৌষ্য-মহিষীর কর্ণকুণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া প্রস্থিত হইলে তাঁহার এক ক্ষপণকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ক্ষপণক নগ্ন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। সে তাঁহার কুণ্ডল অপহরণ করিয়া তক্ষকবেশে ভূবিবরে প্রবেশ করিল। তিনি অনেক কষ্টে তাহাকে নিগৃহীত করিয়া, কুণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া শাপোত্ততা উপাধ্যায়িনীকে প্রদান করিলেন। তিনি গুরুর নিকট বিদায় হইয়া তক্ষকের নিধনার্থে জনমেজয়কে প্রণোদিত করিলেন। ইহার ফলেই সর্পযজ্ঞের আরম্ভ। এ স্থলের বর্ণনদ্বারা বোধ হয় যে, তখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং বৌদ্ধ ক্ষপণক অমঙ্গল্য জীব বলিয়া দেশে অনাদৃত হইত। সম্ভবতঃ এই দলে নাগগণ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। আমার বোধ হয়, বর্ত্তমান সময়ের নাগাগণ ইহাদেরই পূর্ব্বস্বরূপ।

শৌনকের পিতামহ রুরু ভৃগুবংশীয়। তাঁহার স্ত্রী সর্পদংশনে মৃত হইলে অনেক সাধনায় তিনি পুনর্জ্জীবিত হন। তদবধি রুরু সর্পবংশ ধ্বংসের সংকল্প করেন। একদা একটি ডুণ্ডুভকে প্রহারোদ্যত হইলে সর্প তাঁহাকে বলে, ব্রাহ্মণ হইয়া আমার হিংসা করিবেন না। যেহেতু ব্রাহ্মণগণ ক্ষমাশীল—ব্রাহ্মণের চেষ্টার ফলেই পুরাকালে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ রহিত হয়।* ইহার দ্বারা বেশ বোধ হইতেছে যে, শৌনক ও সৌতি জনমেজয়ের বহু কাল পরে প্রাদুর্ভূত হন।

পর্ব্বসংগ্রহ অধ্যায়ের প্রারম্ভে সৌতি ঋষিগণকে বলিতেছেন যে, পরশুরাম ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিসময় ক্রোধবশীভূত হইয়া ক্ষত্রবংশ ধ্বংস করেন এবং স্যমন্তপঞ্চকে পঞ্চ রুধিরময় হ্রদে পিতৃতর্পণ করেন। আবার সেই স্থলে কলি-দ্বাপরের সন্ধিসময়ে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়।† মহাভারতের অন্য স্থলে লিখিত হইয়াছে যে, পরশুরাম ভীষ্মদেব ও কর্ণকে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান

---

* অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ সর্ব্বপ্রাণভৃতাং বর।
তস্মাৎ প্রাণভৃতঃ সর্ব্বান্ ন হিংস্যাদ্‌ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ॥—১১।১
জনমেজয়স্য যজ্ঞেঽস্মিন্ সর্পানাং হিংসনং পুরা।
পরিত্রাণঞ্চ ভীতানাং সর্পানাং ব্রাহ্মণাদপি।১৮—আদি, ১১ অধ্যায়

† ত্রেতাদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
অসকৃৎ পার্থিবং ক্ষত্রং জঘানামর্ষচোদিতঃ।৩
অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
স্যমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ।১৩

করেন।* ইহাঁরা উভয়ে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং পরশুরাম যে কলিদ্বাপরের সন্ধিসময় বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা জানা যাইতেছে। মহাভারতে এরূপ লিখিত থাকায়, পরবর্ত্তী লেখকগণ পরশুরাম, ব্যাসদেব, মার্কণ্ডেয়, বিভীষণ ও হনুমান্ প্রভৃতির অসম্ভব দীর্ঘ-জীবন কল্পনা করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের পাঠকগণকে ভ্রম বিশ্বাসে আস্থাবান্ হইতে অভ্যস্ত করিয়া গিয়াছেন।

বেদে "শতায়ুর্বৈ মনুষ্যঃ", "আত্মা নাম জায়তে পুত্রঃ, স জীব শরদঃ শতং" আদি বচন আছে এবং লৌকিক আশীর্ব্বাদেও "শতং জীব", "জীব শতং সমা" ইত্যাদি বচন দ্বারা শত বৎসরই যে সাধারণ লোক-পরমায়ু ছিল, তাহা প্রকাশিত হইতেছে। ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা চিরজীবী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার এ অর্থ নহে যে, তাঁহারা অমর ছিলেন অথবা ২।৩ লক্ষ বৎসর জীবিত ছিলেন।

মহাভারতে যেরূপ বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ভীষ্মদেব, ব্যাসদেব, দ্রোণ ও অর্জ্জুনের পরমায়ু নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়। যুদ্ধকালে দ্রোণের ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল, ইহা দ্রোণপর্ব্বে লিখিত আছে। বিরাটপর্ব্বে অর্জ্জুন উত্তরকে গাণ্ডীবধারণ কথনস্থলে বলিতেছেন যে, তিনি উহা ৬৫ বৎসর ধারণ করিতেছেন। ইহার দ্বারা অজ্ঞাতবাস সময়ে তিনি যে পঞ্চষষ্টিবর্ষদেশীয় ছিলেন, তাহা একরূপ জানা যাইতেছে।† আদিপর্ব্ব শততম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, শান্তনু ৩৬ বৎসর রাজ্য ও কামভোগে অতৃপ্ত হইয়া বনে গমন করেন এবং গঙ্গাতীরে বিচরণকালে জনৈক ক্ষত্রিয়কুমারকে শরজালে গঙ্গাসলিল বদ্ধ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার পত্নী গঙ্গা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি গঙ্গাগর্ভজাত অষ্টম পুত্র দেবব্রত। শান্তনু পুত্রকে চিনিতে পারেন নাই। কারণ, তিনি জাতমাত্র মাতা কর্ত্তৃক অপসারিত হইয়াছিলেন। সুতরাং পিতাপুত্রের এই দর্শনকালে ভীষ্মদেবের বয়ঃক্রম ৩৬ বৎসর হইয়াছিল।‡ কুমার হস্তিনাপুরে নীত হইলেন। এইরূপে চারি বৎসর কাটিল। শান্তনু পুনঃ বনে গমন করিলেন এবং দাশকন্যার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলেন। রাজা কন্যার পিতা নিষাদপতির নিকট তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি রাজাকে একটি সত্যে বদ্ধ করিতে চাহিলেন। তাহা এই যে, কন্যার গর্ভজাত পুত্র রাজ্যের অধিকারী হইবে। কিন্তু রাজা মনসিজ-পীড়িত হইলেও এই প্রতিজ্ঞায়

---

* ঋষিঃ পরৈরনাধৃষ্যো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
যদস্ত্রং বেদ রামশ্চ তদেতস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্॥—আদি, ১০০।৩৯

† অধারয়ৎ ... ... ।
পার্থঃ পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ॥৪৩—অধ্যায় ৬

‡ স সমাঃ ষোড়শাষ্টৌ চ চতস্রোঽষ্টৌ তথাপরাঃ। রতিমপ্রাপ্নুবন্ স্ত্রীষু বভূব বনগোচরঃ। ২০।...গাঙ্গেয়-স্তস্য পুত্রোঽভূন্নাম্না দেবব্রতো বসুঃ।২১...কুমারং রূপসম্পন্নং বৃহন্তং চারুদর্শনং।২৫...জাতমাত্রং পুরা দৃষ্টা তং পুত্রং শান্তনুস্তদা। নোপলেভে স্মৃতিং ধীমান্ অভিজ্ঞাতুং তমাত্মজম্।২৮

সম্মত হইলেন না এবং বিবাহ আশা পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার দৌর্ম্মনস্তভাব বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের নিকট অবগত হইয়া ভীষ্মদেব দাশরাজের নিকট পিতার জন্ম কন্তা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বয়ং পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্য সম্বন্ধে দাশরাজের যে আশঙ্কা, তাহা উন্মূলিত করিয়া দিলেন। এই কার্য্যের জন্ম শান্তনু পুত্রের প্রতি তুষ্ট হইয়া ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করেন এবং এই দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবব্রত সভাসদ্ কর্ত্তৃক ভীষ্ম নামে অভিহিত হইলেন।* শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র হয়। চিত্রাঙ্গদের অপ্রাপ্তযৌবন সময়ে শান্তনুর মৃত্যু হয়।† ইহার দ্বারা ন্যূনকল্পে ষোড়শ বৎসরের অনধিক কাল বুঝাইতে পারে। সুতরাং মোটামুটি জানা যাইতেছে যে, শান্তনুর মৃত্যুসময় ভীষ্মদেবের (৪০+১৫) ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। চিত্রাঙ্গদ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সকল নৃপতিকে পরাজিত করেন এবং শৌর্য্যবীর্য্যে কাহাকেও স্বীয় সমকক্ষ মনে করিতেন না। ইহাতে বল পরীক্ষার্থে চিত্রাঙ্গদ নামে গন্ধর্ব্বরাজের সহিত তাঁহার তিন বৎসর-ব্যাপী কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়। ইহাতে কুরুরাজ হত হন। তখন বিচিত্রবীর্য্য বালক ও অপ্রাপ্ত-যৌবন; সুতরাং তাঁহার বয়ঃক্রম ১০।১১ বৎসর ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, চিত্রাঙ্গদ ৭।৮ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া মৃত হন; সুতরাং ভীষ্মদেবের বয়ঃক্রম তখন (৫৫+৮) ৬৩ বৎসর হইতেছে।‡ বিচিত্রবীর্য্য যৌবন প্রাপ্ত হইলে ভীষ্মদেব তাঁহার দুই কন্যার সহিত বিবাহ দেন। তিনি অতিশয় বলক্ষয় দ্বারা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া, ৭ বৎসর মাত্র জীবিত থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হন।§ সুতরাং তখন ভীষ্মদেবের বয়ঃক্রম (৬৩+৫+৭) ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। তারপর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জন্ম হয়। পাণ্ডুও সম্ভবতঃ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন এবং পঞ্চ পুত্র লাভ করিয়া অনুমান ৩০ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। সুতরাং তখন ভীষ্মদেবের (৭৫+৩০) ১০৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। পাণ্ডুর মৃত্যু-কালে অর্জ্জুনের বয়ঃক্রম ৫ বৎসর ধরিলে অজ্ঞাতবাসের অবসানকালে ভীষ্মদেবের (১০৫+৬০) ১৬৫ বৎসর বয়ঃক্রম হয়। তিনি পরবৎসর ১৬৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাঘ মাসের শুক্লা অষ্টমীর ভোগসময়ে উত্তরায়ণের আরম্ভে যোগকর্ম্ম দ্বারা দেহত্যাগ করেন।

---

* তস্য তদ্দুষ্করং কর্ম্ম প্রশশংস নরাধিপঃ। সমেতাশ্চ পৃথক্ চৈব ভীষ্মোঽয়মিতি চাব্রুবন্ ॥১০১। তৎ শ্রুত্বা দুষ্করং কর্ম্ম কৃতং ভীষ্মেণ শান্তনুঃ। স্বচ্ছন্দমরণং তুষ্টো দদৌ তস্মৈ মহাত্মনে ॥১০২

† অপ্রাপ্তবতি তস্মিংস্তু যৌবনং পুরুষর্ষভে। স রাজা শান্তনুর্ধীমান্ কালধর্ম্মমুপেয়িবান্ ॥১০১ অধ্যায়।

‡ তং ক্ষিপন্তং সুরাংশ্চৈব মনুষ্যানসুরাংস্তথা। গন্ধর্ব্বরাজা বলবাংস্তুল্যনামাভ্যয়াৎ তদা ॥৭। তেনাস্য সুমহদ্যুদ্ধং কুরুক্ষেত্রে বভূব হ।...নদ্যাস্তীরে হিরন্বত্যাঃ সমাস্তিস্রোঽভবদ্রণঃ ॥৮...বিচিত্রবীর্য্যঞ্চ তদা বালমপ্রাপ্ত-যৌবনং ॥১২ সংপ্রাপ্তযৌবনং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং ধীমতাং বরঃ। ভীষ্মো বিচিত্রবীর্য্যস্য বিবাহায়াকরোন্মতিঃ ॥ ২০২ অধ্যায়।

§ তাভ্যাং সহ সমাঃ সপ্ত বিহরন্ পৃথিবীপতিঃ। বিচিত্রবীর্য্যস্তরুণো যক্ষ্মণা সমগৃহ্যত ॥৭০। অগাদস্ত-মিবাদিত্যঃ কৌরব্যো যমসাদনং ॥১০১-১০২ অধ্যায়।

ভগবান্ ব্যাসদেব ভীষ্মদেব অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তাহাও মহাভারত হইতে অবগত হওয়া যায়। বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান মৃত হইলে সত্যবতী বংশধর অভাবে চিন্তাকুল হইয়া ভীষ্মকে দার পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন। ভীষ্মদেব সত্যসন্ধ ছিলেন, তিনি অনুরোধ রক্ষা করিলেন না; পরন্তু মাতাকে ব্রাহ্মণ দ্বারা বংশরক্ষা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এই কথায় উৎসাহিত হইয়া সত্যবতী পরাশর ঋষি সম্বন্ধীয় পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বিবৃত করিলেন—ঋষির তেজে অভিভূতা হইয়া তিনি গর্ভ ধারণ করেন—সেই কানীন পুত্র ভগবান্ ব্যাসদেব।* ভীষ্মদেব অনুমতি করিলে তাঁহার পুত্র ব্যাস দ্বারা তিনি বিচিত্রবীর্য্যের বংশরক্ষা করিতে পারেন। সত্যবতী এই কথা বলিলে ভীষ্মদেব মাতার কথা অনুমোদন করেন। তাহার ফলে কুরুবংশ রক্ষিত হয় এবং ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনপ্রারম্ভে বা ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সত্যবতী ব্যাসদেবকে লাভ করেন, ইহা ধরা যাইতে পারে। তার পর অনেক কাল গত হয়। অসিত মুনি তাঁহার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইয়া দাশরাজকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু নিষাদপতি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যাত করেন।† শান্তনুর সহিত বিবাহ-কালে সত্যবতীর বয়ঃক্রম ৩০।৩৫ ধরিলে তিনি ভীষ্মদেব অপেক্ষা ৮।১০ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ হন; সুতরাং ভীষ্মদেব ব্যাসদেব অপেক্ষা ১৫।২০ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ হন। ভগবান্ ব্যাসদেব কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর তিন বৎসরে মহাভারত প্রণয়ন করেন এবং সঞ্জয়ের প্রমুখাৎ তাহা ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রবণ করান। যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্র ১২।১৩ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ব্যাসদেব সম্ভবতঃ ৩০ বৎসর জীবিত ছিলেন। কারণ, ঐষিক বা সৌপ্তিক পর্ব্বে বালহত্যার নিমিত্ত অশ্বত্থামাকে অভিশাপ প্রদান সময় তাঁহার ৩০০০ তিন সহস্র বৎসর পূয়শোণিতলিপ্ত থাকার কথা লিখিত হইয়াছে।‡ প্রাচীন কবিগণ প্রায়শঃ সমকালবর্ত্তী লোকগণের কথার বর্ণন-কালে সহস্র বৎসরের উল্লেখ করিতেন। যজ্ঞকালে জনমেজয়ের সহস্র বৎসর বয়ঃক্রম লিখিত আছে। এ স্থলে এই বৎসরের শতাংশ ধরিলে যুক্তি ও অসম্ভবের সীমা অতিক্রান্ত হইবে না। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, অশ্বত্থামা যুদ্ধের ৩০ বৎসর পরে কুষ্ঠরোগে নানা প্রকার যন্ত্রণা

---

* মহাভারত, আদি পর্ব্ব, ১০৫ অধ্যায়।

† অসিতো হ্যপি দেবর্ষিঃ প্রত্যাখ্যাতঃ পুরা ময়া। সত্যবত্যা ভূশঙ্কার্থী স আসীৎ ঋষিসত্তমঃ। ৮১।১০০ অধ্যায়। এই প্রত্যাখ্যানের বিশেষ কারণ ছিল। ইনি ভগবান্ ব্যাসদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহার সম-বয়স্কও ছিলেন। সুতরাং সত্যবতী তাঁহার মাতৃস্থানীয়া, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ এরূপ বিবাহ দূষণীয় হয়। গীতাতে ইহাঁর নামের সহিত দেবলেরও উল্লেখ আছে—"অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে।" দেবল জনকের সভ্য ছিলেন। ইহাঁরা উভয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন এবং বোধ করি, অধ্যাত্মশাস্ত্রও রচনা করেন। তবে গীতার নিকট তাহা হীনপ্রভ।' কিন্তু নিঃস্বার্থ ব্যাসদেব তাহার উল্লেখ করিয়া তাঁহাদেরও কীর্ত্তি সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন।

‡ ত্বাস্তু কাপুরুষং পাপং বিদুঃ সর্ব্বে মনীষিণঃ। অসকৃৎপাপকর্ম্মাণং বালজীবিতঘাতকম্॥ তস্মাৎ ত্বমস্য পাপস্য কর্ম্মণঃ ফলমাপ্ন হি। ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি চরিষ্যসি মহীমিমাম্।...পূয়শোণিতগন্ধী চ দুর্গকান্তারসংশ্রয়ঃ। বিচরিষ্যসি পাপাত্মন্ সর্ব্বব্যাধিসমন্বিতঃ।

ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ভগবান্ ব্যাসদেব উক্ত বৎসরান্তে শুকদেবকে হারাইয়া হিমালয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। সুতরাং এই সকল সংখ্যা সংকলিত করিলে জানা যায় যে, ভগবান্ ব্যাসদেব মৃত্যুকালে প্রায় ১৮০ বৎসর বয়ঃক্রম লাভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ ধ্বংসান্তর যোগে তনু ত্যাগ করেন এবং পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহার শোকে মহাপ্রস্থান দ্বারা শরীরপাত করেন। পুত্রশোকব্যাকুলা গান্ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উক্ত বৎসরান্তে অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর অভিশাপ দেন।* ইহার পরে পরীক্ষিৎ রাজা হন এবং কলি আরম্ভ হয়।

মহাভারত এক সময়ে রচিত হয় নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। সুতরাং ইহার বিশেষ বিশেষ স্থল নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের রচনার সময় প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমে মহাভারত-সমুদ্রের রত্ন, পঞ্চম বেদ, মহাভারতের উপনিষৎ ভগবদ্গীতার সময় নিরূপণ করা আবশ্যক। সকলের বিশ্বাস, ইহা ভগবান্ ব্যাসদেবের রচনা—অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে তাহার প্রমাণও আছে।† বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের যে তিন স্তরের কথা কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা মহাভারতের সকল স্থলেই প্রযুক্ত হইতে পারে—এ বিষয়ে তাঁহার যুক্তির সারবত্তা আছে। কিন্তু তিনি যে ভগবদ্গীতাকে দ্বিতীয় স্তরে ফেলিয়াছেন, ইহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যথার্থ হয় নাই। কারণ, ইহা মহাভারত-দুগ্ধের নবনীত প্রযুক্ত উহাতেও তিনটি স্তর বর্ত্তমান। প্রথম ভগবান্ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক মন্থনে উত্থিত পরিশুদ্ধ নবনীত, দ্বিতীয় অন্য ধার্ম্মিক কবি কর্ত্তৃক আনীত নবনীত, তৃতীয় কুকবি কর্ত্তৃক বসামিশ্রিত নবনীত।

পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, মহাভারতের ঘটনাগুলির দুইটি সূচী আছে। প্রথম অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে, দ্বিতীয় পর্ব্বসংগ্রহে। এই দুই সূচীতেই ভগবদ্গীতা-বর্ণিত বিষয়ের আভাস আছে। যথা অনুক্রমণিকা,—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥১৮১
কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ ।২৪৬
মোহজং নাশয়ামাস হেতুভির্মোক্ষদর্শিভিঃ।
সমীক্ষ্যাধোক্ষজঃ ক্ষিপ্রং যুধিষ্ঠিরহিতে রতঃ ॥২৪৭, পর্ব্বসংগ্রহ।

যখন শুনিলাম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মোহপ্রাপ্ত—সুতরাং রথ নিকটে নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট অর্জ্জুনকে স্বীয় শরীরে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন হে সঞ্জয়, জয়ের আশা করি না।

---

* ত্বমপ্যুপস্থিতে বর্ষে ষট্‌ত্রিংশে মধুসূদন। হতজ্ঞাতির্হতামাত্যঃ হতপুত্রো বনেচরঃ। কুৎসিতেনাভ্যুপায়েন নিধনং সমবাপ্স্যসি।—স্ত্রীপর্ব্ব, ২৫ অধ্যায়।

† অত্রোপনিষদং পুণ্যাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ। বিদ্বদ্ভিঃ কথ্যতে লোকে পুরাণে কবিসত্তমৈঃ ॥ ২৫৪ ॥ আরণ্যকঞ্চ বেদেভ্য ওষধিভ্যোঽমৃতং যথা ।২৬৫

যে যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবহিতৈষী মহামতি বাসুদেব আধ্যাত্মিক হেতুর দ্বারা অর্জ্জুনের মোহ শীঘ্র অপনোদন করিয়াছিলেন।

অনুক্রমণিকার ইঙ্গিত বিষয়টি ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে আছে।* সুতরাং ভগবদ্গীতা যে ব্যাসদেবের রচনা, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সমগ্রটি তাঁহার রচনা নহে। ইহার দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তিনি রচনা করেন, যেহেতু বর্ণিত বিষয়ের ঐ অধ্যায়েই পরিসমাপ্তি দৃষ্ট হয়। কারণ, তাহার শেষ শ্লোকটি ফলশ্রুতিরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

যে সকল ভক্ত আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাপ্রোক্ত এই ধর্ম্ম্যামৃতের সেবা করেন, তাঁহারাও আমার পরম প্রিয়পাত্র।

ইহার পরে নারায়ণের যে কোন বক্তব্য নাই ও থাকিতে পারে না, তাহা নিশ্চিত। সুতরাং ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি ব্যাসদেবেরও রচনা নহে।

দ্বিতীয় কবি ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত অধ্যায়ত্রয় রচনা করিয়া মূলের সহিত সংযোজিত করিয়া দেন। তিনিও আপনার রচনার শেষে ইতি বলিয়া পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। যথা,—

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিমমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥২০

হে ভারত, এই গুহ্যতম শাস্ত্র আমি বলিলাম। ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া লোকে কৃতকৃত্য হয়।

তৃতীয় কবি শেষ অধ্যায়ত্রয় রচনা করিয়া মূলের সহিত স্পষ্টরূপে সম্বন্ধহীন রাখিয়া উহাতে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের কুকবি আপনার হস্তকৌশলের পটুতা মনে করিয়াছেন। তিনিও "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" প্রবাদ অনুসরণ করিয়া তাঁহার রচনার সমাপ্তি দিয়াছেন, কিন্তু অতি সাবধানে যাহা ফল দাঁড়ায়, তাঁহারও তাহাই হইয়াছে—তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। যথা,—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥—৭০

আমাদের এই ধর্ম্ম্য সংবাদ যে অধ্যয়ন করিবে, সে জ্ঞানযজ্ঞে আমার হোম করিবে। যুদ্ধস্থলে ভগবান্ অর্জ্জুনকে মুখে মুখে উপদেশ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার উপদেশ পড়িবার

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥১৩
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥১৫—ইত্যাদি।

অর্জ্জুন বা কাহারই অবসর থাকে না, অতএব এই অংশটি যে রচিত হইয়া—পুস্তকাকারে পরিণত হইয়া ভগবদ্গীতাকে কলুষিত করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

সুকবি, সদ্‌গুরু ও সদ্‌বক্তার বিশেষ গুণ এই যে, তাঁহারা নিজের বক্তব্য বিষয়ের আদ্যোপান্ত ভালরূপে আয়ত্ত করিয়া পাঠক, শিষ্য ও শ্রোতার নিকট এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন যে, তাঁহাদের ভাব তাহাদের মনে আদর্শের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হয়। দর্পণ আবিল হইলে অর্থাৎ বুদ্ধি তমসাচ্ছন্ন হইলে আবৃত্তিরূপ মার্জ্জন দ্বারা তাহা প্রতিভাত হইতে বিলম্ব হয় না। লৌকিকে ইহার উদাহরণও আছে। কোন কঠিন অঙ্ক বা সমস্যা সাধন করিতে অকৃতকার্য্য হইলে, ভাল করিয়া মনোনিবেশ করিলে সফলকাম হইতে দেখা গিয়াছে। ভগবান্ ব্যাসদেব একাধারে সুকবি, সদ্‌গুরু ও সুবাগ্মী—এক ভগবদ্গীতাই তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে। তিনি কেমন ধীরভাবে আধ্যাত্মিক সত্যকে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিতে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম পাঠক ইহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে না পারিলে আবৃত্তি-দ্বারা তাহা স্বতঃপ্রকাশিত হইবে। এমন নিঃস্বার্থ, নির্ম্মল জ্ঞানরাশি জগতের কোন ভাষাতেই নাই—ভারতের অন্য গ্রন্থেও তাহা দুর্লভ।

এখন এই তিন স্তরের রচনার পরস্পর বিরোধ প্রদর্শন করিয়া তিন কবির নাম প্রকাশ করিতেছি। ভগবান্ ব্যাসদেবের মহাভারত কাব্য ও ইতিহাসপ্রযুক্ত যত না আদৃত হউক, ইহার আধ্যাত্মিক উপদেশরাশির ভাণ্ডারের জন্যই ইহার ঋষিসমাজে সম্মান অধিক। তিনি শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মকথনে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে বিক্ষিপ্তভাবে আধ্যাত্মিক সত্য সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, তাহাই ভগবদ্গীতায় সারভূত হইয়া উজ্জ্বল হীরক-রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতে তিনটি আধ্যাত্মিক জ্ঞান মুখ্যরূপে প্রচারিত দৃষ্ট হয়। প্রথম সাংখ্যজ্ঞান, দ্বিতীয় যোগ, তৃতীয় ভক্তি। সাংখ্যজ্ঞানের প্রথম প্রচারক ভগবান্ কপিলদেব। যোগের আদি প্রচারক হিরণ্যগর্ভ। ভক্তি সকলের সাধারণ সম্পত্তি, তবে সংঘাতভাবে তাহা ভগবান্ ব্যাসদেব গীতায় প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং অন্যান্য ঋষিগণও তাহা করিয়া গিয়াছেন।

ব্যাসদেব গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যজ্ঞানের বিষয় উল্লিখিত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের স্থাপনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অপণ্ডিতগণই বেদের অর্থবাদে বিমুগ্ধ হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের প্রশংসা করিয়া থাকে। তাহাতে স্বর্গমাত্র প্রাপ্তি হয়; তাহার সাধনাকল্পে যজমানকে নানাপ্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। অবিদ্বান্‌গণ তাহাতেই তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য বলিয়া থাকে যে, স্বর্গ ছাড়া অন্য কোন নিঃশ্রেয়স নাই।* ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, তাহাদের ভোগৈশ্বর্য্যযুক্ত বুদ্ধি কখন সমাধির উপ-

---

* যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥৪২ কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪

যুক্ত বা মোক্ষের প্রাপক হয় না। এ স্থলে জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, ভগবান্ ব্যাসদেব বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা কোন্ সাহসে বলেন? তাহার উত্তর এই যে, ভগবান্ কপিলদেব ও উপনিষৎকার ঋষিগণ তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত নির্ভয়ে বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্রহ্মচারীই নিবিষ্টচিত্তে আত্মাকে ওঁ অক্ষরে ধ্যান করিলে পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। সহস্র শাস্ত্র পাঠ করিলে, মহামেধাবী বা মহাপণ্ডিত হইলেও পরমব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি দ্বারা আত্মা পরিশুদ্ধ হইলে, আত্মার আনুকূল্যেই মোক্ষলাভ হয়।* মূর্খগণ ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ যজ্ঞ ও পূর্ত্তকে শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক মনে করে, কিন্তু মূর্খেরা জানে না যে, পুণ্যক্ষয়ে তাহারা স্বর্গ ত্যাগ করিয়া পুনঃ এই মর্ত্তলোকে সু বা কুযোনিতে প্রবেশ করিবে।†

কপিলদেব বেদকে শব্দপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, শব্দ প্রত্যক্ষবৎ সত্য। তবে ইহাতে পশুহননরূপ বিধান থাকায় উহা অশুদ্ধ; ইহা স্বর্গপ্রাপকমাত্র—তাহার ক্ষয়ে পুনঃ জন্মভোগ করিতে হইবে; ইহাতে অতিশয় বা মিথ্যা কথাও আছে, যেমন অমুক যজ্ঞ করিলে অমুক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথচ তাদৃশ ফলের প্রাপ্তি কস্মিন্ কালেও ঘটে না। সুতরাং ইহার বিপরীত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ করাই সদ্যুক্তি।‡

ভগবান্ ব্যাসদেব পশুহননরূপ বৈদিক যজ্ঞেরই নিন্দা করিয়াছেন—অন্নযজ্ঞের নিন্দা করেন নাই। প্রত্যুত তাহার অননুষ্ঠানকেই পাপকর্ম্ম বলিয়াছেন, যেহেতু একমাত্র উহার দ্বারা দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ প্রভৃতি সকল যজ্ঞেরই কার্য্য কৃত হয়। §

ভগবান্ ব্যাসদেবের মতে সাংখ্যযোগ ও ভক্তি এক ও অভিন্ন বস্তু—একটির অনুষ্ঠানে অন্যটির ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।** তবে তিনি ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, যেহেতু ইহার দ্বারা

---

* যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি, তৎ তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ।১৫
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ।২০
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥—২৩ কঠোপনিষৎ, ২য় বল্লী।

† ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যৎ শ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥১০,
১ মুণ্ড, ২য় খণ্ড, গীতা ৯।২০।২১ এই ভাব।

‡ দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ॥—সাংখ্যকারিকা, ২।

§ অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসংভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥—১৫ অধ্যায়।

** সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্ ॥—৫ম অধ্যায়

শীঘ্র মোক্ষপ্রাপ্তির পথ পরিস্কৃত হইয়া যায়। তিনি কোথাও সাংখ্যজ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কোথাও যোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, আবার কোথাও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রখ্যাপিত করিয়াছেন। ইহা বিরোধোক্তি নহে—ইহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ ব্রহ্মের গুণত্রয়ের ন্যায় এক ও অভিন্নবোধক।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্। ৪।৩১
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। ৪।৩৮, ৪র্থ অধ্যায়
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন। ৬।৪৫
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে। ৭।১৭
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে। ১১।১২

ব্যাসদেব কর্ম্ম অর্থে যোগ ও যজ্ঞ উভয় বুঝিয়াছেন। তিনি চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, কর্ম্মের গতি বড় জটিল, সুতরাং ধীর ব্যক্তির কর্ম্ম-বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মগুলি ভালরূপে বুঝিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। যে কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখিতে পাইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই বুদ্ধিমান্—তাহারই সকল কর্ম্ম কৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।*

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮

এ স্থলে প্রথম কর্ম্মের অর্থ যজ্ঞকর্ম্ম, যাহাতে পশুহিংসা আছে, সুতরাং উহা অকর্ম্ম অর্থাৎ গর্হিত কর্ম্ম হইল। দ্বিতীয় অকর্ম্ম অর্থে প্রাণায়ামাদি যোগকর্ম্ম। এ স্থলের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্কর গীতার ১৮ অধ্যায়-লিখিত মত ধরিয়াছেন এবং প্রাচীন ভাষ্যকারের—"নিত্যে কর্ম্মণি অকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" এই সহজ ব্যাখ্যাটি অযুক্ত বলিয়াছেন। শ্রীধর প্রাচীন ভাষ্যকারের মতই সমর্থন করিয়াছেন।† এ অধ্যায়টী যোগকর্ম্মবিষয়ক, ইহাতে যজ্ঞকর্ম্মের বিষয় আসিতে পারে না—২১ শ্লোকে "শারীরং কেবলং কর্ম্ম" দ্বারা প্রাণায়ামই বুঝাইতেছে।

ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সকল রূপেই উপস্থিত হইতে পারেন—তাঁহাকে বহু

---

* কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭

† মধুসূদন সরস্বতী শঙ্করের ব্যাখ্যাই অনুসরণ করিয়া শ্রীধরের দোষ দিয়াছেন। শঙ্কর এখানে বাক্‌চাতুরী করিয়া নৌকাস্থ ব্যক্তির তীরস্থ বৃক্ষাদির চলন ব্যাপাররূপ অকর্ম্ম উপস্থিত করিয়াছেন।

দেবত্তাভাবে উপাসনা করা যাইতে পারে, তাঁহাকে একব্রহ্মরূপেও চিন্তা করা যাইতে পারে, আবার তাঁহাকে দ্বৈতভাবেও আরাধনা করা যায়—এ সকলগুলিই জ্ঞানযজ্ঞেরই অন্তর্গত। যথা,—

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥—৯ অধ্যায়, ১৫।

এই বচনের অবশ্যম্ভাবী ফল দশম অধ্যায়-কথিত ভগবানের বিভূতি। সুতরাং ভগবান্ ব্যাসদেব যে অবতারবাদে বিশ্বাসবান্, তাহার সন্দেহ নাই।

জগৎ-সৃজন প্রকৃতির কর্ম্ম, না ঈশ্বরের—এ সম্বন্ধে ব্যাসদেব উভয় মতই সমর্থন করেন। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন, ঈশ্বর প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া এই জগৎ সৃজন করিতেছেন, আবার অব্যবহিত পরেই বলিতেছেন যে, প্রকৃতি আমাকে (ঈশ্বর) অধীশ্বর স্বীকার করিয়া এই চরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন।* ইহার দ্বারা ব্যাসদেবের পূর্ব্বঋষিগণের প্রতি সম্মান প্রকাশিত হইতেছে।

ভগবান্ ব্যাসদেবের উপরিউক্ত বচনগুলির খণ্ডন গীতার শেষ অধ্যায়ত্রয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহারা প্রাণায়াম দ্বারা যোগসাধন করে, তাহাদের আসুরভাবাপন্ন বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা যোগীর নিন্দা। অতএব এ অংশ কোন অযোগীর রচনা।† কোন কোন মনীষীর মতে যজ্ঞকর্ম্ম দোষযুক্ত বলিয়া পরিত্যাজ্য; অপরে যজ্ঞ, দান, তপঃকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করেন।‡ ইহার প্রথমটী কপিলদেবের মত, দ্বিতীয়টী জৈমিনির মত—কারণ, জৈমিনিই ধর্ম্মমীমাংসায় ইহা সমর্থিত করিয়া গিয়াছেন, ব্যাসদেবের জনৈক শিষ্য জৈমিনি আছেন। তাঁহার উপর সামবেদ প্রচারের ভার পড়ে। তিনি যে গুরুদেবের মত খণ্ডন করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। কারণ, তাহাতে কালবিপর্য্যয় (anachronism) দোষ আসিয়া পড়ে। আবার তৃতীয় স্তরের লেখক ব্যাসই জৈমিনির মত সমর্থন করিতেছেন, সুতরাং নিজেরই বিরোধোক্তি করিতেছেন—ইহা একরূপ অসম্ভব। অতএব ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রথম স্তরের লেখক ব্যাসদেব হইতে তৃতীয় স্তরের লেখক ব্যাস সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি এবং ধর্ম্মমীমাংসাকার জৈমিনিও ব্যাসশিষ্য জৈমিনি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি।

---

* ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।৮
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে। ১০।৯ম অধ্যায়

† গীতা, ১৬শ অধ্যায়।৬

‡ ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥

নিত্য কর্ম্মের সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ হইতে পারে না। যে তাহা ত্যাগ করে, তাহার কাজ তামস বলিয়া কথিত। তারপর নিত্য কর্ম্মের অত্যাগীই ফলভাগী হয়, সন্ন্যাসী তাহা প্রাপ্ত হইবে না। ইহাও ব্যাসদেবের উক্তির খণ্ডন*—ইহা যোগ ও যোগীর একরূপ নিন্দা।

ব্রহ্মাকে সর্ব্বভূতে এক অখণ্ডরূপে চিন্তাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। সর্ব্বভূতে তাঁহাকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপ চিন্তাই রাজসিক জ্ঞান। আর এক ব্যক্তি বা বস্তুতে ব্রহ্মের তত্ত্বহীন অহৈতুক আরোপই তামস জ্ঞান।† ইহা এক দিকে যেমন ভগবান্ ব্যাসদেব ও ভগবান্ কপিলদেবের মতের বিরোধোক্তি, তদ্বৎ নিজের কথারও খণ্ডন। যদি ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে অখণ্ডভাবেই রহিলেন, তাহা হইলে এক ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই বা তিনি কেন বিরাজিত থাকিবেন না? ইহা যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ অবতারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং এ লেখক যে দেবদেবী ও অবতার-বাদের ঘোর বিদ্বেষী, তাহার ভুল নাই।

ভগবান্ ব্যাসদেব ওঁ শব্দকে ব্রহ্মের জ্ঞাপক প্রণব বলিয়াছেন (ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ... ৮ম, ১৩)। প্রাচীন উপনিষদেরও ঐ মত। এই শেষ লেখক তাহার সহিত তৎসৎও যোগ করিয়া দিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন—ইহার প্রত্যেক অংশই ব্রহ্মের রূপ, যাহার দ্বারা পুরাকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞের সৃষ্টি হইয়াছে!!!‡ এ লেখক যে কি ভাব প্রকাশ করেন, তাহা কিছু বোঝা যায় না। ইহাতে সরলতা নাই, এই কারণে লেখকের দুরভিসন্ধির বিষয় মনে স্বত উদিত হয়।

দ্বিতীয় স্তরের লেখকের সহিত ব্যাসদেবের অধিক বিরোধ নাই। তিনি কপিলদেবের সম্পূর্ণ মত অনুসৃত করিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—ঈশ্বরনিরপেক্ষে প্রকৃতি জগৎসৃষ্টি

---

* নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।৭
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ।১২
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।৬ষ্ঠ ২
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ।৫ম।৭
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ।৩য় ।১৭ কার্য্য-যজ্ঞ

† সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ।২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ।২১
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ।২২

‡ ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ।২৩

করিয়াছেন। তিনি আত্মাকে পরমাত্মা ও ব্রহ্মকে পুরুষোত্তম বলিয়াছেন। ব্রহ্ম যে সৎ অসৎ উভয়ই, এ বিষয়ে তিনি ও ব্যাসদেব ঐকমত্য। কিন্তু শেষ লেখক ভিন্ন মতপোষক—ইঁহার মতে ব্রহ্ম সৎই—অসৎ নহেন। নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সগুণ প্রাকৃতিক নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে না, এ জ্ঞানটি তাঁহার নাই। সুতরাং ব্রহ্ম সৎ অসৎ দুই হইতে পারেন।

এক্ষণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লেখকের রচনা আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান করিয়া উভয় লেখকের নাম প্রকাশ করিতেছি। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আলোচনায় পূর্ণ। এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে। যথা,—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥

এই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধে উপনিষদে ঋষিগণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাই ব্রহ্মসূত্রে হেতুর সহিত সুনিশ্চিত হইয়াছে। পণ্ডিত মাত্রেই জানেন, ব্রহ্মসূত্র বাদরায়ণের রচনা। বাদরায়ণ ব্যাসদেবের অপর নাম, ইহাও তাঁহারা জানেন। ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্যপ্রোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের খণ্ডন আছে এবং জড় প্রকৃতি যে জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন না, ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে "ঈক্ষতের্নাশব্দং" প্রকৃতির সৃজন ব্যাপার অবৈদিক বলিয়া নিরাকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে কপিলের মত অবৈদিক বলিয়া তিরস্কৃত ও মনুর মত বৈদিক বলিয়া বহুমত করা হইয়াছে। যথা—"স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্ন অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।" ইহার ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্কর অনেক কথাই লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে ভগবান্ কপিল শ্বেতাশ্বতর উপনিষদুক্ত আদিবিদ্বান্ ও সিদ্ধ পুরুষ হইলেও* তাঁহার অবৈদিক কথাগুলি গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ, তাহা হইলে বেদমূলক মনুস্মৃতির নিরাকরণ করিতে হয়। তার পর শঙ্কর নারায়ণের জগৎসৃষ্টির কথা মহাভারতের একটি শ্লোক হইতে দিয়াছেন। এই শ্লোকটি মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩০১ অধ্যায়ের ১১৪ তম শ্লোক। এই অধ্যায়ে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে সাংখ্যজ্ঞানের উৎকর্ষতা বর্ণন করিতেছেন; সুতরাং এই নারায়ণ শব্দ দ্বারা ভগবান্ কপিলদেবকেই বুঝাইতেছে। ভগবান্ শঙ্কর আরও বলিয়াছেন যে, সগরের পুত্রগণের দগ্ধকারী কপিল ও সাংখ্যপ্রবক্তা কপিল ভিন্ন; কারণ, উহা সাধারণ বৈদিক নাম। ইহাও ভাষ্যকারের ভ্রম। যেহেতু রামায়ণ আদিপর্ব্ব ৪০ অধ্যায়ে কপিলকে নারায়ণের অবতারই বলা হইয়াছে এবং ইহা "শ্রুতিসামান্য নাম"ও নহে—ইহা সাংখ্যপ্রবক্তা কপিলদেবকেই বুঝাইতেছে।†

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" বলিয়া যোগদর্শনেরও

---

* যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।—শ্বেত, ৫।২

† যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা, ন তয়া শ্রুতিবিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যং কপিলমিতি শ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ। অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুর্বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ।

খণ্ডন করিয়াছেন। কারণ, উহাতে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের নাম ও কথা আছে। এইরূপ ঈর্ষাপর ভাব সত্ত্বে ব্রহ্মসূত্র নামের গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্থান প্রাপ্ত হওয়া একটু সন্দেহ-জনক বলিয়া বোধ হয়। কারণ, দ্বিতীয় লেখক উহা লিখিলে তাঁহাকে উন্মত্তপ্রলাপী বলিতে হয়—তাঁহার রচনায় সেরূপ ভাবের কোন নিদর্শন নাই। সুতরাং এই শ্লোকটি যে উহাতে দুরভিসন্ধি চরিতার্থের জন্য প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ থাকিতেছে না।

গীতার তৃতীয় লেখক ১৮শ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে "সাংখ্যকৃতান্ত" নামক তাঁহার কোন গ্রন্থের কথা লিখিয়াছেন। যথা,—

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মনাম্ ॥

সকল কর্ম্মের সিদ্ধিকল্পে পাঁচটি কারণের আবশ্যকতা হয়, ইহা আমি সাংখ্যকৃতান্ত গ্রন্থে বলিয়াছি। সেই পাঁচটি কারণ এই ;—অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, করণ, চেষ্টা ও দৈব। সাংখ্য অর্থে

যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ। মহিষী মাধবস্যৈষা স এব ভগবান্ প্রভুঃ ॥২
কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্। তস্য কোপাগ্নিনা দগ্ধা ভবিষ্যন্তি নৃপাত্মজাঃ ॥৩

রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৪০।

বঙ্গীয় রামায়ণের পাঠ অন্যরূপ হইলেও উভয়ের ভাবের বিভিন্নতা নাই। যথা,—

বিভর্ত্তি যো জগৎ কৃৎস্নং যস্যোৎপত্তির্ন বিদ্যতে। তেনাখ্যো বাসুদেবেন কপিলেনাপবাহিতঃ।
পৃথিব্যাশ্চৈব ভেদোঽয়ং দৃষ্টস্তেনেতি মে মতিঃ। সগরস্য চ পুত্রাণাং বিনাশোঽমিততেজসাম্ ॥

এ স্থলে মাধব বাসুদেব অর্থে বিষ্ণুনারায়ণ, তাহার তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই।

অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং—শঙ্কর উদ্ধৃত বচন—এতন্ময়োক্তং নরদেবতত্ত্বম্। মহা, শান্তি, ৩০১ অঃ।
ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে সাংখ্যের প্রশংসায় অনেক কথা বলেন, তাহার কতকগুলি বচন নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহার মতের সার এই যে, সাংখ্যই অমূর্ত্ত পরব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তি।

সাংখ্যা বা যন্মহাপ্রাজ্ঞা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্।
জ্ঞানেনানেন কৌন্তেয় তুল্যং জ্ঞানং ন বিদ্যতে ॥ ১০০
অত্র তে সংশয়ো মাভূৎ জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্।
অক্ষরং ধ্রুবমেবোক্তং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্। ১০১
অমূর্ত্তেস্তস্য কৌন্তেয় সাংখ্যং মূর্ত্তিরিতি শ্রুতিঃ। ১০৬
জ্ঞানং মহদ্যদ্ধি মহৎসু রাজন্, বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে।
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে, সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র। ১০৮
যচ্চেতিহাসেষু মহৎসু দৃষ্টং, যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপ শিষ্টজুষ্টে।
জ্ঞানং হি লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ, সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মহাত্মন্। ১০৯
সাংখ্যং বিশালং পরমং পুরাণং, মহার্ণবং বিমলমুদারকান্তম্।
কৃৎস্নঞ্চ সাংখ্যং নৃপতে মহাত্মা, নারায়ণো ধারয়তেঽপ্রমেয়ম্। ১১৪
এতন্ময়োক্তং নরদেব তত্ত্বং নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্।
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ ॥ ১১৫

সম্যক্ জ্ঞান। কৃতান্ত অর্থে সিদ্ধান্ত বা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যাহা প্রমাণারূঢ় হইয়া নিশ্চিত হইয়াছে। সুতরাং কৃতান্ত শব্দ সাংখ্যের বিশেষণ হইতেছে। সম্যক্ জ্ঞানের আর শ্রেষ্ঠতা হয় না; কারণ, উহাই চরম সীমা। সুতরাং এই সাংখ্যকৃতান্ত দ্বারা কপিলপ্রচারিত সকলজনবিদিত সাংখ্যশাস্ত্র বুঝাইতেছে না—ইহা যে কোন বিভিন্ন গ্রন্থ, তাহা বোধ হইতেছে। অপিচ সাংখ্যকারিকার কোন স্থলেই উপরিউক্ত পঞ্চ কারণের কথা নাই, তবে ব্রহ্মসূত্রে এগুলির কথা আছে। সুতরাং সাংখ্যকৃতান্ত অর্থে যে ব্রহ্মসূত্র, তাহা জানা যাইতেছে। পাছে কেহ অভিসন্ধি শীঘ্র ধরিয়া ফেলে, এই কারণে ব্রহ্মসূত্রের নাম অন্য লেখকের রচনার মধ্যে স্থাপিত করা হইয়াছে। সুতরাং স্থির হইল, গীতার তৃতীয় লেখকের নাম বাদরায়ণ। অতএব ইনি যে মহাকূটকারী, তাহা প্রকাশিত হইতেছে—ইনি আপনাকে ব্যাসদেব বলিয়া প্রচারিত করিয়া তাঁহার পবিত্র গ্রন্থ কলঙ্কিত ও প্রাতঃস্মরণীয় ঋষির নামে কালিমা লেপিত করিয়াছেন। সুখের বিষয়, ইনি ভগবান্ ব্যাসদেবের পবিত্র গ্রন্থের ভাবের কোন ব্যত্যয় করিতে পারেন নাই। তাহার দুইটি কারণ আছে;—প্রথম গীতা উপনিষদ্‌গ্রন্থ; ইহা রচনার মাধুরীতে ও বিষয়ের ক্রমিক সন্নিবেশে সকল প্রাচীন উপনিষদের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল, ঋষিগণ ইহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন এবং শিষ্যপরম্পরায় অবিকৃতভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ইহার বিপর্য্যয় করা দুঃসাহসিকের কার্য্য। দ্বিতীয় ইহা ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ; তাহার অঙ্গহানি করিতে মহাপাষণ্ডেরও মনে আশঙ্কা হয়, অপিচ ইহাতে কোন গ্রন্থের নামও নাই।

দ্বিতীয় লেখকের রচনায় গ্রন্থের নামের আভাস আছে। তাই বাদরায়ণ তাহাতে ব্রহ্মসূত্র নামের সৌন্দর্যমিলন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, আমি (ঈশ্বর) সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। আমা হইতে লোকে স্মৃতি, জ্ঞান ও অজ্ঞানতা লাভ করে। সকল বেদেরই আমি জ্ঞাতব্য বিষয়। আমি বেদজ্ঞ ও বেদান্ত-কার। যথা,—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥

এই সহজ অর্থ ভগবান্ ব্যাসদেব ও নারায়ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু লেখকের সম্বন্ধে ইহার প্রয়োগই জিজ্ঞাস্য বিষয়। এই অধ্যায়ে অনেক নূতন কথা আছে; যেমন ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থ। ইহা যে ব্রহ্ম, আত্মা বা শরীরের ষট্‌চক্রমূলক বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন মুনিগণের মধ্যে এই জটিল অর্থবোধক কথাগুলি যোগী যাজ্ঞবল্ক্যই লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি সূর্য্যের প্রসাদে শুক্লযজুর্ব্বেদ, শতপথব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রাপ্ত হন, ইহা মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ৩১৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে। এগুলিতেও অনেক নূতন কথা আছে। বৃহদারণ্যকের অনেক ভাবের সহিত গীতার দ্বিতীয়

স্তরের রচনার মিল দৃষ্ট হয়। ইহাতে বোধ হয়, দ্বিতীয় স্তরের লেখক এই যাজ্ঞবল্ক্য। তাহা স্বীকার করিলে শ্লোকস্থ সকল সমস্যার পূরণ হইয়া যায়। বেদান্ত অর্থে উপনিষৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষৎ লেখেন। তিনি বেদবিৎও বটে; কারণ, তিনি শুক্লযজুর্ব্বেদ রচনা করেন। তিনি স্মৃতিকারও বটে; কারণ, তন্নামযুক্ত স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র মিথিলা ও উত্তর-পশ্চিমে আজও ধর্ম্মনিয়ামকরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইনি উদ্ধতপ্রকৃতির মুনি ছিলেন—স্বীয় মাতুল বৈশম্পায়নপ্রমুখ চারি ব্যাস-শিষ্যকে জনক-সভায় অপমানিত করেন এবং যজ্ঞের অর্দ্ধ দক্ষিণা স্ববলে আহরণ করেন। তাহাতেই তাঁহারা জনককে পরিত্যাগ করিয়া জনমেজয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার ঔদ্ধত্য ভাব তাঁহার সকল রচনায় অল্পবিস্তর সংক্রামিত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের শতপথব্রাহ্মণের একটি বচনদ্বারা জানা যায় যে, তাঁহার সমসময়ে কৃত্তিকা নক্ষত্রের উদয়কালে বাসন্তিক বিষুবান সংঘটিত হইত; সুতরাং গণনার দ্বারা জানা যায় যে, খৃষ্টাব্দের প্রায় ২৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য প্রাদুর্ভূত হন।*

নাগার্জ্জুন নামে জনৈক বৌদ্ধ নৃপতির কথা বৌদ্ধ ইতিহাসে শ্রুত হওয়া যায়। ইনি হীনযানসম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণের নেতা ও মাধ্যমিক মতের প্রবর্ত্তক ছিলেন। ইনি ঋষি-প্রণীত সুশ্রুত-সংহিতার প্রতিসংস্কার করেন। চরক-সংহিতাতেও ইঁহার কোন পারিষদের হস্ত-কৌশল আছে। এইরূপে তাঁহার সমসময়ে ও তাঁহার পরবর্ত্তী কালে আমাদের যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের অল্পবিস্তর প্রতিসংস্কার সম্পাদিত হয়। মহাভারতেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কোন ঐতিহাসিক বলেন, নাগার্জ্জুন বুদ্ধনির্ব্বাণের ১৫০ বৎসর পরে, আবার কেহ বলেন, বুদ্ধনির্ব্বাণের ৪০০ কি ৪৫০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। বুদ্ধদেব খৃষ্টাব্দপূর্ব্বের ৫৪৩ বৎসরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। তাহা হইলে এক গণনায় নাগার্জ্জুন খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ৩৯০ বৎসরে ও দ্বিতীয় গণনামতে খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৪৩ কি ৯৩ বৎসরে প্রাদুর্ভূত হন। যাহা হউক, তাঁহার সময় হইতে ধর্ম্মগ্রন্থে প্রক্ষেপ ও নব নব বিধর্ম্মিগণ আর্য্যধর্ম্মগ্রন্থের প্রণেতৃরূপে উদ্ভূত হইতে লাগিলেন। ইহার ফলেই বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন। ব্যাস নামে জনৈক লেখক পতঞ্জলির যোগদর্শনের ভাষ্য রচনা করেন। বাচস্পতি মিশ্রের মতে ইনি ভগবান্ ব্যাসদেব। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। ইনি সম্ভবতঃ বাদরায়ণ-ব্যাস হইতে পারেন। ভট্টোৎপল-

* একং দ্বে ত্রীণি চত্বারি বা অন্যানি নক্ষত্রাণি। অথৈতা এব ভূয়িষ্ঠা যৎ কৃত্তিকাঃ। তদ্ভূমানমেব এতদুপৈতি তস্মাৎ কৃত্তিকাস্বাদধীত। এতাহ বৈ প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবন্তে সর্ব্বাণিহ বৈ অন্যানি নক্ষত্রাণি প্রাচ্যৈ দিশশ্চ্যবন্তে। তৎপ্রাচ্যামস্য এতদ্দিশ্যাহিতৌ ভবতঃ তস্মাৎ কৃত্তিকাস্বাদধীত।—অন্য নক্ষত্রগুলিতে এক, দুই, তিন, চারি নক্ষত্র আছে, কিন্তু কৃত্তিকায় অনেকগুলি নক্ষত্র আছে। অতএব কৃত্তিকাতেই অগ্নির আধান করিবে, যেহেতু উহাতে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা কখন পূর্ব্বদিক্ হইতে বিচলিত হয় না, অন্য নক্ষত্রগুলি পূর্ব্বদিক্ হইতে বিচলিত হয়। সুতরাং কৃত্তিকাতেই অগ্নি আধান করিবে, কারণ, যজমানের ইহাতে দুইটী দিক্ মঙ্গল হয়। এ বচনটী স্বর্গীয় শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত প্রথম প্রচার করেন।

বৃহজ্জাতক টীকায় জনৈক ফলিতজ্যোতিষকার বাদরায়ণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাভারত তীর্থপর্ব্বাধ্যায়ে পারিযাত্র পর্ব্বতের নিকট সরস্বতীতীরে বদরী আশ্রম বলিয়া একটি স্থানের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই স্থানের অধিবাসিগণ আপনাকে বাদরী ও বাদরায়ণ বলিতেন। ইহা ভগবান্ ব্যাসদেবের হিমালয়স্থ প্রখ্যাতনামা বদরিকাশ্রম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থান। সুশ্রুতে পারিযাত্রের যেরূপ প্রশংসা আছে, তাহাতে সম্ভবতঃ উহাই নাগার্জ্জুনের নিবাস ও রাজধানী ছিল। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, এই বাদরায়ণ নাগার্জ্জুনকে পৃষ্ঠপোষক পাইয়া নানারূপ বিভূতিতে সংস্কৃত-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন !!!

মহাভারতের বিশেষ বিশেষ স্থলের সময় নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে হিন্দু জ্যোতিষের মাস, তিথি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করি এবং হিন্দু জ্যোতিষের স্বরূপ সম্বন্ধে স্থূল ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে আমার বক্তব্যটি সরল ও সহজবোধ্য হইবে। মাস অর্থে লোকে ৩০ দিন পরিমিত সময় বুঝিয়া থাকে, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ চন্দ্রদেবের ৩০টি তিথি অথবা চন্দ্রের পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমান্তর কাল। জগতে দুই কালপরিমাপক জ্যোতিষ্ক বর্ত্তমান—প্রথম সূর্য্যদেব, দ্বিতীয় চন্দ্রদেব। ভাবুক মাত্রেই ইহাদের নিয়মিত গতি দেখিয়া বিমোহিত হইয়া থাকেন। তাই তাঁহারা বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহাদের সাহায্যে অনন্ত কালকে সীমাবদ্ধ করিয়া স্বকার্য্যে আনিবার চেষ্টা করেন। আমাদের পূজ্যপাদ ঋষিগণ বড় ভাবুক ছিলেন—তাঁহারা প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ঈশ্বর ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপাসনা করিতেন। তাই তাঁহারাও বহু প্রাচীন কাল হইতে সূর্য্যদেব ও চন্দ্রদেবের সহায়তায় কাল পরিমাপ করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র দ্বারা ক্ষুদ্র সময়—তিথি, দিন ও মাস পরিমিত হইত এবং সূর্য্য দ্বারা ঋতু, অয়ন, বিষুব, বৎসর আদি বৃহৎ কাল নিরূপিত হইত। রাত্রে গগনপট নিরীক্ষণ করিলে অনেক নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। সেগুলির মধ্যে চন্দ্রদেব যে-গুলিতে প্রতি রাত্রে বিরাজিত দৃষ্ট হইতেন, তাহারাই আমাদের ঋষিগণের নক্ষত্রচক্ররূপে অভিহিত হইয়া থাকে। ভূয়োভূয়ঃ গগন দর্শন করিয়া ঋষিগণ অবগত হইয়াছিলেন যে, চন্দ্র-দেবের কোন নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রে উদিত হইয়া পুনঃ তাহাতেই উদিত হইতে প্রায় ২৮ দিন লাগিত অর্থাৎ তাঁহাকে প্রায় ২৮টি নক্ষত্র অতিক্রম করিতে হইত। এইরূপে চন্দ্রদেব প্রায় ২৭৷৷০ দিনে নক্ষত্রচক্র পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেন। এই কারণে আমাদের প্রাচীন নক্ষত্রচক্রে আটাশটি নক্ষত্রের নাম লিখিত আছে।*

কেবল চন্দ্রের নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে অবস্থিতির দ্বারা কাল পরিমাপের সূক্ষ্মরূপে সহায়তা হইবে না, এই কারণে চন্দ্রের গতি সূর্য্যের দ্বারা নিয়মিত হইল। মা ও মাস দুই

---

* চিত্রাণি সাবাং দিবি রোচনানি সরীসৃপাণি ভুবনেজবানি।
অষ্টাবিংশং সুমতিমিচ্ছমানো অহানি গীর্ভিঃ সপর্য্যামি নাকং॥ অথর্ব্ববেদ, ১৯ অধ্যায়।

শব্দেরই অর্থ চন্দ্র, সুতরাং তিনি যখন গগনে অদৃশ্য থাকিতেন, সেই সময়ের নাম অমা প্রদত্ত হইল। কিন্তু যখন তিনি পূর্ণ আকার ধারণ করিয়া গগনে উদিত হইতেন, তখন তাহাকে লোকে পূর্ণিমা বা পূর্ণমাস বলিত। সুতরাং মাস অর্থে যে পূর্ব্বকালে পূর্ণিমা তিথিটি বুঝাইত, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে চান্দ্র মাস অর্থে পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমান্তর পর্য্যন্ত কাল বুঝাইত। কারণ, আমাবস্তাকে অর্দ্ধমাসও বলা হইয়া থাকে। পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময়ে প্রায় ৩০ সৌর দিন হয়, তাই চন্দ্রদেবের ৩০ দিন ব্যাপী সময় কালক্রমে মাস অর্থবোধক হইয়া দাঁড়াইল। ঋষিগণ দেখিলেন যে, চন্দ্র সংক্রমণের প্রায় দুই তিন নক্ষত্র পরে পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত হইত। এইরূপে তাঁহারা চন্দ্রের দ্বাদশ মাস প্রাপ্ত হন। কিন্তু চন্দ্রের দ্বাদশ মাসের সহিত সৌর দ্বাদশ মাসের ঐক্য হইত না—চান্দ্র মাস প্রায় দ্বাদশ দিবস ন্যূন হইত। এই কারণে প্রাচীন ঋষিগণ চান্দ্র ও সৌর মাসের পরস্পরে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য বৎসরান্তে দ্বাদশ দিবস সংযুক্ত করিয়া দিতেন। এই দ্বাদশ দিবসকে পুণ্যাহ বলা হইত, যেহেতু এই সময়ে একাষ্টকা নামে যজ্ঞাদি পড়িত, ইহা সম্বৎসরের পত্নী বলিয়া পূজিত হইত। এই সময়েই পর বৎসরের জন্য দীক্ষা গ্রহণ ও সোম ক্রয় করা হইত।*

ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ চান্দ্র ও সৌর উভয় মাসই ব্যবহৃত করিতেন। পিতৃযজ্ঞ চান্দ্র মাস অনুসারে সম্পন্ন হইত এবং দেবযজ্ঞ সৌর মাস অনুসারে অনুষ্ঠিত হইত। আবার যাহাতে ঋতুটি স্পষ্ট হয় এবং নক্ষত্রও চন্দ্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, তজ্জন্য পূর্ণিমা ও আমাবস্যার ব্যবহারও সৌর মাসের সহিত করা হইত। যেমন ফল্গুনীপূর্ণ মাসে দীক্ষা গ্রহণ কর, চিত্রাপূর্ণ মাসে দীক্ষা গ্রহণ কর। কারণ, ইহা সম্বৎসরের মুখ বা আদি।† তাঁহাদের প্রাচীন মাসের নাম ঋতুর ধর্ম্মানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে মনে একটা বিতর্ক হয় যে, ঋষিগণ পুরাকালে চান্দ্র মাস ব্যবহার করিতেন কি না।‡ কারণ, যে যে স্থলে তাঁহারা পূর্ণিমার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে চান্দ্র মাস না বুঝাইয়া নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা তিথিই বুঝাইত। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার orion গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, তৈত্তিরীয় সংহিতাদির রচনা-সময়ে বসন্তকালে মধু মাসের প্রারম্ভ হইতে বৎসর গণনা করা হইত। তাহার পূর্ব্বেও যে সেই প্রথা বলবতী ছিল, তাহা দীক্ষাগ্রহণরূপ উপরি উদ্ধৃত বচন দ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল বিষয় ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া বেশ জানা যাইতেছে যে, মুনি-ঋষিগণের প্রাচীন মাস কৃষ্ণ-প্রতিপদে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা তিথিতে শেষ হইত। তৈত্তিরীয় সংহিতা রচনার সময় পর্য্যন্ত এই প্রথাই অব্যাহত থাকে। তার পর পরাশরের ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ

---

* সংবৎসরায় দীক্ষিষ্যমাণা একাষ্টকায়াং দীক্ষেরন্ এষা বৈ সংবৎসরস্য পত্নীযদেকাষ্টকা ...তৈত্তিরীয় সংহিতা।

† ফল্গুনীপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্ চিত্রাপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্ মুখরা এতৎ সম্বৎসরস্য যৎ ফল্গুনীপূর্ণমাস চিত্রাপূর্ণ-মাস ... ... তৈত্তিরীয় সংহিতা।

‡ মধু মাধব চৈত্র বৈশাখ, শুচি শুক্র জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, নভঃ নভস্য শ্রাবণ ভাদ্র, ইষ ঊর্জ্জ আশ্বিন কার্ত্তিক, সহ সহস্য অগ্রহায়ণ পৌষ, তপ তপস্য মাঘ ফাল্গুন।

রচনাসময়ে ঋতুর সহিত তিথির সামঞ্জস্য রক্ষার্থে চান্দ্র মাসটি আমাবস্যান্ত করিতে হয়। ইহা অপরিবর্ত্তিত ভাবেই রহিয়া গিয়াছে। কারণ, ভারতে এখন সায়ন গণনা নাই—নিরয়ন গণনাই বরাহের সময় হইতে প্রচলিত।

যদি পূর্ণিমান্ত ভাবই মাসের প্রাচীন স্বরূপ বলিয়া নিশ্চিত হইল, তাহা হইলে চান্দ্র ও সৌর মাসের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। প্রাচীন ঋষিগণও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদে আটাশটি নক্ষত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রচনার সময়ে ইহা ন্যূন করিয়া সপ্তবিংশ করা হয়। অর্থাৎ অভিজিৎকে নক্ষত্রমধ্য হইতে নিষ্কাষিত করা হয়। ইহার দ্বারা নক্ষত্রচক্রকে সমান ২৭ অংশে বিভক্ত করিবার সুবিধাও হইয়াছিল। এই সময় নক্ষত্রগুলি হইতে মাসের নামকরণের প্রথা প্রচলিত হয় এবং উহা চান্দ্র সৌর উভয় মাসবোধক অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ প্রাচীন সৌর মাসের ও ঋতুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই এইরূপ গণনার প্রচলন হইয়াছিল। ইহাতেই মধু মাধবাদি প্রাচীন মাস চৈত্র বৈশাখাদি নূতন মাসের বোধকস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। তাহার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ এরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। সুতরাং বেশ বোধ হইতেছে যে, ঋষিগণ গগন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং ঋতুর সহিত ঐক্য রাখিয়া এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এইরূপ করিবার একটি সুবিধা এই হইয়াছিল যে, পূর্ণিমার সময় চন্দ্রের অবস্থিতি দ্বারা সূর্য্যের ঋতু সম্বন্ধীয় অবস্থানও অবগত হওয়া যাইত। যথা—ফল্গুনী পূর্ণমাসে উত্তরায়ণ হইলে চন্দ্র যে তৎকালে ফল্গুনী নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা জানা যাইতেছে; সুতরাং তাহার ১৮০ অংশ অন্তরে সূর্য্য অবস্থিত অর্থাৎ সূর্য্য রাশিচক্রের ৩২০ অংশে অথবা শতভিষা নক্ষত্রের অন্তে অবস্থিতি করিলে তৎকালে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইবে। ইহাতে ৯০ অংশ যোগ করিলে সূর্য্যের বাসন্তিক অবস্থিতিও অবগত হওয়া যাইবে। সুতরাং এক চন্দ্রের ফল্গুনী পূর্ণমাসে উত্তরায়ণ দ্বারা ঋতুর সকল অবস্থিতি নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে। উক্ত সময়ে সূর্য্যদেবের বাসন্তিক বিষুবান যে ৫০ অংশ বা রোহিণী নক্ষত্রে হইত, তাহা স্থূলভাবে জানা যাইতেছে এবং দক্ষিণায়ন যে ফল্গুনী নক্ষত্রেই হইত, তাহাও অবগত হওয়া যাইতেছে। এইরূপে মঘা ও চিত্রা পূর্ণমাসে উত্তরায়ণ হইলে সূর্য্যদেবের মঘা ও চিত্রা নক্ষত্রে অবস্থিতিকালে যে দক্ষিণায়ন হইবে, তাহা জানা যাইতেছে; সুতরাং তাঁহার উত্তরায়ণ ক্রমান্বয়ে ধনিষ্ঠার শেষে ও রেবতীর শেষে হইবে, ইহাও বুঝা যাইতেছে এবং বাসন্তিক বিষুবান ক্রমান্বয়ে কৃত্তিকার শেষে ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে হইবে।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

মহাভারতের সময়

(২৩শ ভাগ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।)

আর্য্যগণ সকল বিষয়ে স্বীয় মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। অন্য দেশের কাল-পরিমাপ সূর্য্য চন্দ্রের একটিকে অবলম্বন করিয়া সাধিত হইত—তাই কোন স্থলে নিরবচ্ছিন্ন চান্দ্র বৎসরই প্রচলিত আছে, আর কোন স্থলে কেবল সৌর বৎসরই ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। সৌর বৎসর সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি সংক্রমণ দ্বারা গণিত হয়—এইরূপ গণনা প্রাচীন মিশর, বাবীলন ও রোমদেশে হইত এবং অধুনা ইউরোপের সর্ব্বত্রই প্রচলিত। চন্দ্রের দ্বাদশ উদয়ে যে বৎসর, তাহাই চান্দ্র বৎসর—ইহা সম্ভবতঃ প্রাচীন ইহুদী জাতিগণ ব্যবহৃত করিত; অধুনা ইহা মুসলমান-জগতে প্রচলিত। চীনগণ আর্য্যগণের ন্যায় দুইরূপ গণনাই ব্যবহার করেন—তবে তাঁহাদের বৎসর সৌর। প্রাচীন আর্য্যগণের গণনা চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রের সহায়তায় সাধিত হইত। বাসন্তিক বিষুবানে সূর্য্যের নক্ষত্রাবস্থান দ্বারা তাঁহাদের বৎসর আরম্ভ হইত এবং সেই নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থিতি ধরিয়া পঞ্জিকা গণিত হইত। এইরূপ বৎসরকে সৌর নাক্ষত্র বৎসর বলে (sidereal)। প্রাচীন সময়ে অয়নের পূর্ব্বে অগ্রসর প্রযুক্ত ঋতুর সহিত নক্ষত্রের ব্যত্যয় ঘটিলে তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন বলিয়া কথিত হইত, কিন্তু পঞ্জিকার শৈশববশতঃ নক্ষত্রের কোন সংশোধন করা হইত না। ইহার নিদর্শন বেদে আছে। যেমন অয়ন পরিবর্ত্তিত হইয়া মৃগশিরা হইতে রোহিণী অভিমুখে সরিলে প্রাচীন ঋষিগণ তাহা প্রজাপতির স্বীয় দুহিতার প্রতি কামভাবে ধাবন ব্যাপাররূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহিম্নস্তোত্রে ইহারই প্রতিধ্বনি আছে।* এইরূপে অয়নের পূর্ব্বে অগ্রসরণ দ্বারা সূর্য্যদেব বিষুবৎ সময়ে রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া কৃত্তিকায় উদিত হইতে লাগিলেন। ইহার স্পষ্টভাবে উল্লেখ তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে এবং স্পষ্টতরভাবে শতপথব্রাহ্মণে আছে। তারপর বেদাঙ্গ জ্যোতিষের রচনা সময় পঞ্জিকা প্রস্তুত হইল এবং পঞ্চ বৎসর পরিমিত যুগের জ্যোতিষ্ক নির্দ্দেশ স্থিরীকৃত হইল। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে উত্তরায়ণ ধনিষ্ঠায় ও দক্ষিণায়ন অশ্লেষায় আরম্ভের কথা লিখিত আছে। তখন ক্রমান্বয়ে মাঘ ও শ্রাবণ মাস প্রবৃত্ত হইত। আবার ইহাও লিখিত আছে যে, যুগপঞ্চের প্রথম যুগের আরম্ভ মাঘ শুক্লপক্ষে ও শেষ পৌষ কৃষ্ণ-

---

* প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরম্
গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষুমৃষ্যস্য বপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং
ত্রসন্তং তেহদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ।

পক্ষে সম্পন্ন হইত।* সূর্য্যদেবের বিষুবে অবস্থিতি কোন্ নক্ষত্রে হইত, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও যে তাহা কৃত্তিকার প্রথম পাদে ও ভরণীর শেষ পাদে হইত, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, নক্ষত্রের দেবতা উল্লেখকালে অদিতে অগ্নির উল্লেখ হইয়াছে—অগ্নিই কৃত্তিকা নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সেই দিন অগ্নিস্থাপন করিয়া সত্রের আরম্ভ হইত। তারপর বরাহের ও আর্য্যভট্টের সময় সূর্য্যদেবের মেষের আদি অথবা অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থিতিকালে বাসন্তিক বিষুবান আরম্ভ হইত। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, আর্য্যগণ যজ্ঞের সুচারুরূপে অনুষ্ঠানের নিমিত্ত নক্ষত্রের ঋতু সম্বন্ধীয় ধারাবাহিক গণনা রাখিয়া গিয়াছেন।

মাস ও ঋতু সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য জানাইয়া এক্ষণে মহাভারত-লিখিত ভীষ্মদেবের মৃত্যুসময় হইতে সেই অংশের প্রণয়নকাল নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আঠার দিন ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। ইহাতে ভীষ্মদেব দশ দিন যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধের পর উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় শরশয্যায় পড়িয়া জীবনধারণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমত যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট সেই অবসরে ধর্ম্ম ও মোক্ষতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া লন—ইহাই মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ভগবান্ ব্যাসদেব বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন। যুধিষ্ঠির ক্রমাগত পঞ্চাশ দিন তাঁহার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। শেষ দিবসে যুধিষ্ঠির গমন করিলে তিনি বলেন যে, যুধিষ্ঠির, তুমি সৌভাগ্যক্রমে উপস্থিত হইয়াছ। ভগবান্ সূর্য্যদেবও পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। অদ্য ৫৮ আটান্ন দিবস আমি শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছি, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন, এক শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। অদ্য মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষ অষ্টমী তিথি বলিয়া বোধ হইতেছে। সম্ভবতঃ মাসের তিন ভাগ শেষ হইয়াছে।† ঋতুর এইরূপ নির্দ্দেশ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মাঘ অমাবস্যায় তখন দক্ষিণায়ন শেষ ও উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। অর্থাৎ সূর্য্যদেব রাশিচক্রের ঐ প্রান্তসীমায় বিরাজিত ছিলেন। মঘা পূর্ণিমা উহার ১৫ দিবস পরে হইতেছে। নক্ষত্রচক্রে মঘার ব্যাপ্তিস্থান সূর্য্য-সিদ্ধান্তের মতে ১৩৩ অংশ ২০ কলা, সুতরাং স্থূলতঃ জানা যাইতেছে যে, রাশিচক্রের (১৩৩° – ২০′ +

---

* প্রপদ্যেতে শ্রবিষ্ঠাদৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুদক্।
সার্পার্দ্ধে দক্ষিণার্কস্তু মাঘশ্রাবণয়োঃ সদা।
মাঘশুক্লপ্রবৃত্তস্য পৌষকৃষ্ণসমাপিনঃ।
যুগস্য পঞ্চবর্ষস্য কালজ্ঞানং প্রচক্ষতে॥

† দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি কৌন্তেয় সহামাত্য যুধিষ্ঠির।
পরিবৃত্তো হি ভগবান্ সহস্রাংশুঃ দিবাকরঃ।২৬
অষ্টপঞ্চাশতং রাত্রিং শয়ানস্যাদ্য মে গতা।
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা।২৭
মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্য যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি।—অনুশাসন পর্ব্ব, ১৬৭ অধ্যায়।

১৮০°) ৩১৩°—২০´ কলায় উত্তরায়ণ সংঘটিত হইত। ইহা নিরংশ সময়ের প্রায় ৪৩°—২০, পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সময়। শকাব্দ ২০৬ বৎসরে ও খৃষ্টাব্দ ২৮৪ বৎসরে অয়নাংশ শূন্য ছিল অর্থাৎ তখন সকল ঋতুই বর্ত্তমান নির্দ্দিষ্ট রাশির প্রারম্ভে হইত। ভীষ্মদেবের মৃত্যুর যে নির্দ্দেশ পাওয়া গেল, তখন হইতে ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতে হইতে নিরংশ সময়ে অয়নাংশ ৪৩°—২০´ অগ্রসর হইয়াছিল। ইংরাজি সূক্ষ্ম গণনামতে অয়নাংশ (precession of equinox) প্রতি বৎসর ৫০.১″ বিকলা করিয়া পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ৭১.৮৫ বৎসরে অয়নাংশ ১° অংশ অগ্রসর হয়। সুতরাং ৪৩°—২০´ অগ্রসর হইতে অয়নের ৩১১৩ বৎসর অতিবাহিত হয়। ইহা শকাব্দপূর্ব্ব ২৯০৭ বৎসর ও খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ২৮২৯ বৎসর। ইহা বর্ত্তমান কলির প্রায় ৩০০ বৎসর পরবর্ত্তী সময়।

জ্যোতিষীর মধ্যে বরাহ-মিহির তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনিও মহাভারতস্থ এই ঋতুর নির্দ্দেশ অবলম্বন করিয়া বৃহৎসংহিতায় যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসময়জ্ঞাপক আর্য্যাটি লিপিবদ্ধ করিয়া যান।* তিনি সূর্য্য-সিদ্ধান্তে অয়ন-গতি ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক অংশ ধরিয়াছেন। তাঁহার সময়ে তিনি লিখিয়াছেন, রাশির প্রারম্ভেই ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিত। আর্য্যভট্টও তাই লিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে ৪২১ শকাব্দকে নিরংশ সময় ধরা যাইতে পারে। বরাহ উপরিউক্ত ৪৩°—২০´কে ৪৪° অংশ ও ৬৬ বৎসর ৮ মাসকে ৬৮ বৎসর ধরিয়াছেন। এই দুইটী গুণ করিলে ২৯৪৮ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা হইতে ৪২১ বাদ দিলে শকপূর্ব্ব ২৫২৬ বৎসরই যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসময়-কালস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পাছে শুদ্ধ কথায় ইহা কেহ গ্রহণ করে কি না, সেই জন্য মুনিগণের প্রতি নক্ষত্রে শত বৎসর অবস্থিতিরূপ গর্গ মুনির মতের সহিত তাহা সংযোজিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গর্গ মুনি লিখিয়াছেন,—মুনিগণ কলির প্রারম্ভে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। পক্ষান্তরে কাশ্যপ মুনি বলেন,—সেই সময়ে তাঁহারা শ্রবণা নক্ষত্রে ছিলেন। এই সকল বিষয় ভট্টোৎপল বৃহৎসংহিতার টীকায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।†

ভীষ্মদেবের মৃত্যুনির্দ্দেশক শ্লোকের শেষ চরণে "ত্রিভাগশেষ" পদটি ব্যর্থ প্রকাশ করি-

---

* আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য।—১৩শ অধ্যায়, ৩

† এই উভয় মুনিই ভ্রমশূন্য। তাঁহাদের উভয়ের মত গগন পর্য্যবেক্ষণের ফলের উপর স্থাপিত। গর্গ উদয় ধরিয়া এবং কাশ্যপ মুনিগণের অর্দ্ধরাত্র সময়ের অবস্থিতি ধরিয়া গণনা করিয়াছেন। সুতরাং উভয়েরই মত সত্য। মুনিগণ বিচলিত হন না। তাঁহারা বর্ত্তমান সময়েও মঘা শ্রবণা সম্বন্ধে প্রাচীন নির্দ্দেশের অনুরূপই অবস্থান করিতেছেন। গর্গ কাশ্যপ কাল পরিমাপের সুবিধার জন্য মুনিগণের প্রতি নক্ষত্রে শত শত বৎসর অবস্থিতি কল্পনা করিয়া যান। ইহার দ্বারা উভয়ের প্রাদুর্ভাব-কালও একরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা কলির ২৭০০ ও ৩১০০ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। Dr. Kern গর্গের সময় খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ৪৪ বৎসর লিখিয়াছেন।

তেছে।—(১) যে মাসের তিন ভাগ অবশিষ্ট রহিয়াছে, (২) যে মাসের তিন ভাগ গত হইয়াছে। মহাভারতের তিন স্থলের বর্ণন অবলম্বন করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য রাখিয়া বিচার করিলে প্রথম অর্থটিকে ঠিক বলিতে হয়। আবার মহাভারতের অন্য এক স্থল, রামায়ণের ঋতুজ্ঞাপক স্থল, মনুসংহিতার উপাকর্ম্মবিধির স্থল এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থের স্পষ্ট উক্তি ধরিয়া বিচার করিলে শেষ অর্থটিকে যথার্থ বলিতে হয়।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অজ্ঞাতবাস অবসানের পর দুর্য্যোধন বিরাটের গোধন হরণের কল্পনা করেন। কল্পনামাত্রেই সৈন্য সজ্জিত হইল। ভীম বিরাটপতির সহায়তা করিতে তাঁহার পূর্ব্বশত্রু ত্রিগর্ত্তের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। নগরে কেবল বিরাটপুত্র উত্তর ছিলেন। তিনি স্ত্রীগণের নিকট বাহ্বাস্ফোট করিয়া সারথির অভাবে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বসিয়া ছিলেন, দ্রৌপদী রাজমহিষীকে বলিলে, বৃহন্নলা অর্জ্জুন তাঁহার সারথ্য স্বীকার করিয়া গোহরণ নিবারণকল্পে গমন করিলেন। নৃত্য-গীতকুশলা মুক্তবেণী বৃহন্নলা উত্তরকে শমীবৃক্ষের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহাকে বৃক্ষস্থ শবাকারে লম্বিত শরাশনগুলি নামাইতে বলিলেন। তাহা কৃত হইলে, তিনি কৌরব-সেনার সম্মুখীন হইলেন। উত্তর বিশাল বাহিনী দেখিয়া ভয়ে পলায়নপর হইলে, অর্জ্জুন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, তাঁহার অগ্রশিখায় ধারণ করিয়া রথের নিকট আনয়ন করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া কৌরবমুখ্য ভীষ্ম, দ্রোণ স্ত্রীবেশধারীকে অর্জ্জুন বলিয়া অবধারণ করিয়া ফেলিলেন। তখন কুটিলপ্রকৃতি দুর্য্যোধনের বড় আনন্দ হইল। তিনি বলিলেন যে, পাণ্ডবগণের একজনও যখন অজ্ঞাত-কালের মধ্যে দেখা দিয়াছেন, তখন তাঁহাদের সত্যপালনার্থ পুনঃ বনবাসে যাইতে হইবে। তখন ভীষ্মদেব কালচক্রের বিষয় বিস্তারিতরূপে জ্ঞাপন করিয়া দুর্য্যোধনের ভ্রম দূর করিয়া দিয়া বলিলেন,—যাঁহাদের নায়ক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তাঁহারা কখন অসত্য ব্যবহার করিতে পারেন না ও করিবেন না। সময়ের অতিরেক ও জ্যোতিষের ব্যতিক্রম প্রযুক্ত প্রতি ৫ বৎসরে দুই মাসের আধিক্য হওয়ায় ১৩ বৎসরে ৫ মাস ১২ দিনের আধিক্য হইয়াছে, সুতরাং ত্রয়োদশবর্ষীয় অজ্ঞাতবাস কাটিয়া গিয়া উক্ত সময় উপচিত হইতেছে।* এ স্থানের

এবং কালবিভাগেন কালচক্রং প্রবর্ত্ততে ।২
তেষাং কালাতিরেকেণ জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমাৎ।
পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌ মাসাবুপচীয়তে ।৩
এষামভ্যধিকা মাসাঃ পঞ্চ চ দ্বাদশ ক্ষপাঃ।
ত্রয়োদশানাং বর্ষাণামিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ ।৪
সর্ব্বং যথাবৎ চরিতং যদ্‌যদেভিঃ প্রতিশ্রুতম্।
এবমেতদ্ ধ্রুবং জ্ঞাত্বা ততো বীভৎসুরাগতঃ ।৫
সর্ব্বে চৈব মহাত্মানঃ সর্ব্বে ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ।
যেষাং যুধিষ্ঠিরো রাজা কস্মাদ্ধর্ম্মেঽপরাধ্নুয়ুঃ ।৬—বিরাট, ৫২ অধ্যায়।

লিখন দৃষ্টে এইমাত্র জানা যাইতেছে যে, তাৎকালিক দৈনন্দিন গণনায় চান্দ্র মাস ব্যবহৃত হইত এবং পঞ্চ বর্ষান্তে দুই মাস বৃদ্ধি করিয়া ঋতুর বা সৌর বৎসরের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা হইত। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষেও এই পঞ্চবার্ষিক গণনা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা মাসের সহিত তিথির যে কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানা যাইতেছে না, কিন্তু বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে প্রকাশিত রহিয়াছে যে, এই পঞ্চবর্ষপরিমিত যুগের প্রথম বৎসরে চন্দ্র, সূর্য্য দক্ষিণায়নের শেষে বাসব তিথি বা আমাবস্যায় ও বাসব নক্ষত্র* বা ধনিষ্ঠায় অবস্থিতি করিতেন, সুতরাং তখন উত্তরায়ণ মাঘ শুক্ল প্রতিপদে আরম্ভ হইত। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, বিরাটপর্ব্বীয় এই বচনটি অন্ততঃ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সমসময়ের রচনা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবার্থে পঞ্চ গ্রাম ভিক্ষা করিতে যখন হস্তিনাপুরে গমন করেন, তখন কৌমুদ মাসের রেবতী নক্ষত্রে শরতের শেষ হইয়া হেমন্তের আরম্ভ হইয়াছিল, এইরূপ লিখিত আছে।† তিনি বিদুরের গৃহে থাকিয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন। উভয়ের নানাবিধ ধর্ম্মকথায় পুণ্যরাত্রি যাপন হইল। উক্ত রাত্রে চন্দ্রদেব শিবা নক্ষত্রে ছিলেন।‡ টীকাকার কৌমুদ অর্থে কার্ত্তিক মাস লিখিয়াছেন। শিবা শব্দের কোন অর্থ দেন নাই, তবে বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদকগণ তাহার অর্থ "আর্দ্রা"নক্ষত্র করিয়াছেন। তারপর ভগবান্ পাণ্ডবার্থে পঞ্চগ্রাম প্রাপ্তিবিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে কর্ণকে সপ্তম দিবসে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে বলিয়াছিলেন, যেহেতু সে দিবস অমাবস্যা পড়িবে—উহা শক্রদৈবত্য তিথি, সুতরাং উহা যুদ্ধের পক্ষে বড় প্রশস্ত কাল। তিনি হেমন্ত ঋতুরও বিশেষভাবে যুদ্ধের পক্ষে উপযোগিতা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সকল কথা বলিবার পূর্ব্বে ভগবান্ কর্ণের প্রতি সামদানভেদ-নীতির পরীক্ষা করিয়া, তাঁহার দুর্য্যোধন-প্রীতি ক্ষুণ্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া, জলদগম্ভীরস্বরে ভবিষ্যৎ দণ্ডপ্রয়োগের কথা বিবৃত করিয়া তাহার ভীষণতার চিত্র কর্ণের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন। ভগবান্ বলিলেন§—যখন কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুনকে ঐন্দ্র অস্ত্র ধারণ করিতে ও আমাদের উভয়কে অগ্নি-বায়ু তুল্য পরস্পরের সহায়করূপে দেখিবে এবং বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় গাণ্ডীবের শব্দ শ্রবণ করিবে,

---

* ঘর্ম্মাক্রমেতে সোমার্কৌ যদা সাকং সবাসবৌ।
স্যাৎ তদাদিযুগং মাঘঃ তপঃ শুক্লোঽয়নং হ্যুদক্ ॥

† কৌমুদে মাসি রেবত্যাং শরদন্তে হিমাগমে।
স্ফীতশস্যসুখে কালে কল্যঃ সত্ত্ববতাং বরঃ।—উদ্যোগ পর্ব্ব, ৮৩ অঃ ৭।

‡ শিবানক্ষত্রসম্পন্না সা ব্যতীয়ায় শর্ব্বরী।—উদ্‌পর্ব্ব, ৯৪ অ, ১।

§ যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে শ্বেতাশ্বং কৃষ্ণসারথিং।
ঐন্দ্রমস্ত্রং বিকুর্ব্বাণমুভৌ চৈবাগ্নিমারুতৌ।৬
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষং বিস্ফূর্জ্জিতমিবাশনেঃ।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ।৭
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরং।
জপহোমসমাযুক্তং স্বাং রক্ষন্তং মহাচমূং।৮

তখনই বুঝিতে পারিবে যে, এরূপ যুদ্ধ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কোন যুগেই সংঘটিত হয় নাই। যখন জপহোমপরায়ণ যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় সেনায় রক্ষা ও তেজোবান্ সূর্য্যের ন্যায় পরসেনাকে উত্তপ্ত করিতে দেখিবে, তখনই বুঝিতে পারিবে যে, এমন যুদ্ধ কোন কালেই ঘটে নাই। যখন ভীমসেনকে দুঃশাসনের রুধির পান করিয়া রণাঙ্গনে নৃত্য করিতে দেখিবে, তখনই যুদ্ধের ভীষণতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। যখন দেখিবে যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, জয়দ্রথ—সকলের আক্রমণ একা অর্জ্জুন প্রতিরুদ্ধ করিতেছেন, তখনই বুঝিবে যে, যুদ্ধ কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। যখন দেখিবে যে, ঘন শস্ত্রবরিষণেও নকুল সহদেব বলশালী হস্তীর ন্যায় শত্রুসেনা বিক্ষোভিত করিতেছেন, তখনই যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। যাহা হউক, এ স্থান হইতে গিয়া দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপকে বল, ইহা হেমন্তকাল, বড় উত্তম মাস, পৃথিবী শস্য-ইন্ধনে পূর্ণা, বনফলে পূর্ণ, মক্ষিকার উপদ্রব নাই এবং জল শীতল, নির্ম্মল ও সুস্বাদু হইয়াছে। অদ্য হইতে ৭ম দিবসে আমাবস্যা পড়িতেছে। সেই দিনে যুদ্ধ হইলে

আদিত্যমিব দুর্দ্ধর্ষং তপন্তং শত্রুবাহিনীং।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং নচ ॥৯
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে ভীমসেনং মহাবলং।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীত্বা নৃত্যন্তমাহবে ॥১০
প্রভিন্নমিব মাতঙ্গং প্রতিদ্বিরদঘাতিনং।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥১১
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে দ্রোণং শান্তনবং কৃপং।
সুযোধনঞ্চ রাজানং সৈন্ধবঞ্চ জয়দ্রথং॥১২
যুদ্ধায়াপততস্তূর্ণং বারিতাঃ সব্যসাচিনা।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥১৩
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে মাদ্রীপুত্রৌ মহাবলৌ।
বাহিনীং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ক্ষোভয়ন্তৌ গজাবিব ॥১৪
বিগাঢ়ে শস্ত্রসম্পাতে পরবীররথারুজৌ।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥১৫
ব্রূয়াঃ কর্ণ ইতো গত্বা দ্রোণং শান্তনবং কৃপং।
সৌম্যোঽয়ং বর্ত্ততে মাসঃ সুপ্রাপযবসেন্ধনঃ ॥১৬
সর্ব্বৌষধিবনস্ফীতফলবানল্পমক্ষিকঃ।
নিষ্পঙ্কঃ রসবৎ তোয়ো নাত্যুষ্ণশিশিরঃ সুখঃ ॥১৭
সপ্তমাচ্চৈব দিবসাদামাবস্যা ভবিষ্যতি।
সংগ্রামে যুজ্যতাং তাসাং তামাহুঃ শক্রদেবতাং ॥১৮
তথা রাজ্ঞো বদেঃ সর্ব্বান্ যুদ্ধায় সমুপাগতান্।
যত্তো মনীষিতং তদ্বৈ সর্ব্বং সম্পাদয়াম্যহং ॥১৯
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ দুর্য্যোধনবশানুগাঃ।
প্রাপ্য শস্ত্রেণ নিধনং প্রাপ্স্যন্তি গতিমুত্তমাং ॥২০

ভাল হয়। কারণ, উহাকে ইন্দ্রদৈবত তিথি বলে—উহা যুদ্ধের পক্ষে প্রশস্ত। তারপর রাজগণকেও বল যে, তাঁহারা যাহা অভীপ্সিত করিয়াছেন, আমি তাহা সকলই সম্পাদন করিব। তাঁহারা দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া উত্তম গতি প্রাপ্ত হইবেন।

ভগবান্ যখন আমাবস্যায় যুদ্ধের কথা বলিয়াছেন, তখন যে যুদ্ধ ঐ তিথিতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অপিচ উহার সমর্থন ভীষ্মদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কথিত বচনেও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার ৫৮ দিবস শরতল্পে শয়নের কথা বলেন। ইহার সহিত তাঁহার দশ দিবস যুদ্ধের কথা যোগ করিলে জানা যায় যে, তিনি যুদ্ধারম্ভের ৬৮ দিবস পরে দেহত্যাগ করেন। ইহার আট দিবস বাদ দিলে দক্ষিণায়নের শেষ ও উত্তরায়ণের আদি পাওয়া যায়; সুতরাং তাহার ৬০ দিবস বা ২ মাস পূর্ব্বে যে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল, তাহা জানা যাইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, মাঘ আমাবস্যায় দক্ষিণায়নের শেষ হইয়াছিল, সুতরাং অগ্রহায়ণ আমাবস্যায় যে যুদ্ধারম্ভ হইবে, তাহার ভুল নাই। অতএব ভগবানের কর্ণের প্রতি উক্তি সার্থক হইতেছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই উক্তির সহিত ঋতুর অন্ত নির্দ্দেশের ঐক্য হয় কি না? যদি অগ্রহায়ণ আমাবস্যায় যুদ্ধারম্ভ হইল, তাহা হইলে অগ্রহায়ণের ১৫ দিবসই শরতের শেষ ১৫ দিবস হয়, সুতরাং "কৌমুদে মাসি" অর্থে কার্ত্তিক মাস না বুঝাইয়া অগ্রহায়ণের পূর্ব্বাংশ বুঝাইবে। মৃগশিরায় অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ধরিলে তাহার পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ আমাবস্যা মূলা নক্ষত্রে পড়িতেছে এবং চন্দ্রের হস্তা নক্ষত্রে অবস্থিতিকালে ভগবান্ কর্ণকে উপরিউক্ত কথাগুলি বলিতেছেন। ইহার সহিত ভগবানের বিদুরের সহিত আর্দ্রা নক্ষত্রে রজনী যাপন এবং শরৎশেষে রেবতীর অবস্থিতির সামঞ্জস্য হইতেছে না। ইহা হইল পূর্ণিমান্ত মাসগণনার ফল। এখন আমাবস্যান্ত মাস গণনা ধরা যাক। ইহা স্বীকার করিলেও ভীষ্মদেবের মৃত্যুসময়ের নির্দ্দেশ এবং অগ্রহায়ণ আমাবস্যায় যুদ্ধারম্ভরূপ দুইটি ঘটনার কোন ব্যত্যয় হয় না। তবে ঋতু যে ১৫ দিবস ব্যতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশ হইতেছে। ইহা বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে লিখিত সময়ের অনুরূপ হয়। তখন পরাশর মুনির মতে ঋতুর অবস্থিতি নিম্নরূপ ছিল;—

ঋতু	আরম্ভ		শেষ		অয়ন
শিশির	ধনিষ্ঠার আদি	হইতে	রেবতীর অর্দ্ধ	পর্য্যন্ত	উত্তরায়ণ
বসন্ত	রেবতীর শেষার্দ্ধ	"	রোহিণীর শেষ	"	
গ্রীষ্ম	মৃগশিরার আদি	"	অশ্লেষার অর্দ্ধ	"	
বর্ষা	অশ্লেষার শেষার্দ্ধ	"	হস্তার শেষ	"	দক্ষিণায়ন
শরৎ	চিত্রার আদি	"	জ্যেষ্ঠার অর্দ্ধ	"	
হেমন্ত	জ্যেষ্ঠার শেষার্দ্ধ	"	শ্রবণার শেষ	"	

এ মতে শ্রবণা নক্ষত্রের অন্তিমে দক্ষিণায়ন শেষ হইতেছে ; সুতরাং তাহার ৬০ দিবস বা দুই মাস পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ আমাবস্যায় বিশাখা বা অনুরাধা নক্ষত্রের ভোগ হইতেছে ও যুদ্ধারম্ভ হইতেছে। সুতরাং কর্ণের সহিত ভগবানের কথোপকথন মঘা বা পূর্ব্বফল্গুনীর ভোগকালে পড়িতেছে। ইহার ৫।৬ দিবস পূর্ব্বে বিদুরের সহিত ভগবানের রাত্রিযাপন সময় আর্দ্রায় পড়িতেছে এবং ১১।১২ দিবস পূর্ব্বে রেবতীর ভোগকাল হইতেছে। সুতরাং এ গণনার দ্বারাও পরস্পরের সামঞ্জস্য হইতেছে না ; যেন বোধ হইতেছে যে, ঋতু যখন ৫।৬ অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে, তখন এই রচনার একটি রচিত হইয়া পরবর্ত্তী বর্ণনার সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্ব ৪৪ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ব্রহ্মা তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলী ঋষিগণকে বলিতেছেন যে, নক্ষত্রের আদিতে শ্রবণা, ঋতুর আদি শিশির, অহোরাত্রির আদি দিবস, তার পর রাত্রি এবং মাসের আদি শুক্লপক্ষ।* এই রচনার দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে, লেখকের সময় ঋতুর পরিবর্ত্তন প্রযুক্ত বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের রচনা-সময় হইতে ঋতুর এক নক্ষত্র পূর্ব্বে অগ্রসরণ হইয়াছিল। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের রচনা-কালেও পরাশরের সময় ধনিষ্ঠার আদিতে উত্তরায়ণ হইত। নক্ষত্রের আদিতে উত্তরায়ণের আরম্ভ হওয়া এবং শিশির ঋতু বা উত্তরায়ণের প্রারম্ভে কোন নক্ষত্রের অবস্থিতি, এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। একটির দ্বারা নক্ষত্রচক্রের সপ্তবিংশ সমান ভাগ করিয়া, তাহাই প্রত্যেক নক্ষত্রের ভোগ বা ব্যাপ্তি স্বীকার করিয়া, তাহার আদি ধরা হইয়াছে এবং অপরটির দ্বারা বিশেষ নক্ষত্রের অবস্থিতি বুঝাইতেছে। সুতরাং ধনিষ্ঠার আদি বলিলে বিভাগীয় ধনিষ্ঠার আদি ধরিতে হইবে এবং উত্তরায়ণ বা শিশিরের আদিতে শ্রবণা বলিলে তারত্রয়বিশিষ্ট উক্ত নক্ষত্রের অবস্থিতি বুঝিতে হইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে ধনিষ্ঠা গণনায় ত্রয়োবিংশতিতম নক্ষত্র এবং শ্রবণা দ্বাবিংশতিতম। সুতরাং ধনিষ্ঠার আদি বলিলে রাশিচক্রের (১৩°-২০´ × ২২) = ২৯৩ অংশ ২০ কলার পরবর্ত্তী স্থান বুঝিতে হইবে। আর বিভাগীয় শ্রবণার আদি বলিলে (১৩°-২০ + ২১) = ২৮০ অংশের পরবর্ত্তী স্থান বুঝাইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগতারা রাশিচক্রের ২৮০ অংশে অবস্থিত।† আর ধনিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, উহার যোগতারা বিভাগীয় শ্রবণার তিন চতুর্থাংশে অবস্থিত।‡ অর্থাৎ রাশিচক্রের ২৯০ অংশে ধনিষ্ঠার যোগতারা অবস্থিত। সুতরাং শ্রবণা নিজের অবস্থিতি হইতে ১৩ অংশ ২০ কলা এবং ধনিষ্ঠা ১৬ অংশ ৪০ কলা ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। অর্থাৎ শ্রবণার ব্যাপ্তিস্থান ২৯৩°-২০´ পর্য্যন্ত এবং ধনিষ্ঠার ব্যাপ্তিস্থান ৩০৬°-৪০´ পর্য্যন্ত।

---

* অহঃ পূর্ব্বং ততো রাত্রির্ম্মাসাঃ শুক্লাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
শ্রবণাদীনি ঋক্ষাণি ঋতবঃ শিশিরাদয়ঃ।

† বৈষান্তে শ্রবণস্থিতিঃ। বৈষ—উত্তরাষাঢ়া।

‡ ত্রিচতুঃপাদয়োঃ সন্ধৌ শ্রবিষ্ঠাশ্রবণস্য তু।

পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, পশ্চাৎ গণনার দ্বারা দুই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরস্পরে কোন সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারা যায় না। কারণ, একটির ৫।৬ নক্ষত্র ও অন্যটির ৮ নক্ষত্রের অন্তর থাকিয়া যায়। এই দুই প্রভেদের মধ্যম ৭ নক্ষত্র হয়। এই সাত নক্ষত্র গমন করিতে চন্দ্রের ৭ দিবস লাগিতে পারে, আবার ৭ দিবসে সূর্য্যের গতি প্রায় ৭ অংশ হয়। ইহা ধনিষ্ঠার আদি ২৯৪ অংশ হইতে বাদ দিলে ২৮৭ অংশ হয়, অপিচ শ্রবণার ব্যাপ্তির মধ্যম লইলে ২৮৬°-৪০´ হয়। সুতরাং অশ্বমেধীয় ঋতুনির্দ্দেশটি নক্ষত্রের ঐ অংশ ধরিয়া যে নিরূপিত হইয়াছিল, তাহা স্থূলতঃ বুঝিতে পারা যাইতেছে। ইহার দ্বারা ভগবানের কৌমুদ মাসে শরতের শেষে রেবতীর ভোগকালে হস্তিনা গমনের সামঞ্জস্য হইতে পারে। পূর্ব্বতন রচয়িতৃগণের একটি বিশিষ্ট রীতি এই ছিল যে, তাঁহারা নিজ সময়ের ঋতু ধরিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার বর্ণন করিতেন। পূর্ব্ব-ঘটনার সহিত তাহার সামঞ্জস্য হইল কি না, সে দিকে তাঁহারা বড় ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। ইহা যে চাতুরী, তাহা বলিতে পারি না। ইহা সরল মুনি লেখকগণের প্রকৃত ঘটনার বর্ণন মাত্র। তাঁহারা ঘটনা প্রত্যক্ষ না করিলেও তাহা স্বীয় সময়ের ঋতুর উপযোগী করিয়া প্রত্যক্ষ-দৃষ্টবৎ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের মার্কণ্ডেয়-সমস্যায়, রামায়ণের ঋতুবর্ণনে এবং মনুসংহিতার উপাকর্ম্ম ও পিতৃতর্পণ নির্দ্দেশে ইহার স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ধনিষ্ঠার আদি হইতে যখন অয়ন-গতি পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়া ২৮৬°-৪০´ দাঁড়াইয়াছিল, তখন ঐ রচনা মহাভারতে সংযোজিত হইয়াছিল। Asiatic Researchesএর জ্যোতিষী লেখক Davis সাহেব গণনা করিয়া স্থির করেন যে, ধনিষ্ঠার আদিতে উত্তরায়ণের সংঘটন খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৩৯১ বৎসরে ঘটিতে পারে।* সুতরাং ঋতুর ৬°-৪০´ পূর্ব্বে সরিতে প্রায় ৫০০ বৎসর অতিবাহিত হয়। তাহা হইলে অশ্বমেধ পর্ব্বের ঐ অংশ এবং উদ্যোগ-

---

* কোলব্রুক ইহা খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১২৮০ বৎসর এবং বেণ্টলী উহাই ১১৮১ বৎসর স্থির করিয়াছেন। বেণ্টলী অনেক আবড়তাবড় বকিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কোলব্রুকের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছেন। এই বেণ্টলীর গণনাই যথার্থ বলিয়া থীবপ্রমুখ আধুনিক গ্রন্থকারগণও স্বীকার করিয়াছেন। বেদাঙ্গজ্যোতিষের নব্য ব্যাখ্যাতা বার্হস্পত্যও ইহাই সত্য বলিয়া ধরিয়াছেন এবং বেদাঙ্গজ্যোতিষের গণনা যে লগধনামা কোন বাবীলনবাসীর রচনা, তাহাও প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এ বিসদৃশ মতের যে কি তাৎপর্য্য, তাহা তিনিই ভাল জানেন। ইনি তিলকের Orion গ্রন্থের প্রতি শ্লেষও প্রয়োগ করিয়াছেন—তাঁহার মতে বেদের তিলক-লিখিত প্রাচীনতা অসম্ভব। ইহা যে ঈর্ষা-প্রণোদিত ভাব, তাহার ভুল নাই। তর্কানুরোধে লগধকে না হয় বাবীলোনীয় বলিয়াই ধরিলাম। পরাশরও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনুরূপ ঋতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর অথর্ব্ববেদের ১৯ কাণ্ডেও স্পষ্ট ঋতুর নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এগুলিকেও বাবীলোনীয় গণনা বলিতে হইবে? ভারত কোন বিষয়ে কাহারও নিকট ঋণী নহে—এগুলি ভারতের মনীষী মুনিগণের উপজ্ঞ জ্ঞান। ঋণগ্রহণ করিলে ভারতের সত্যশীল ঋষিগণ তাহা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন না। ম্লেচ্ছ জ্যোতিষীর প্রশংসাসূচক গর্গের বচন তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ,—

"ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্ব্বেদবিদ্‌দ্বিজঃ।"

ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়নভাষ্যে চাণক্য মুনি ম্লেচ্ছগণের সত্যবাক্‌কে আপ্তবাক্ অনুরূপ প্রমাণ বলিয়াছেন।

পর্ব্বের উপরিউক্ত অংশ খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ৮৯০ বৎসরের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে রচিত হইয়া মূল গ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট হয়।

মার্কণ্ডেয়-সমস্যাধ্যায়ে অনেক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা বিবৃত হইয়াছে; অনেক উপদেশযুক্ত আখ্যায়িকা কথিত হইয়াছে; গীতার অনেক ভাব ভিন্নাকারে প্রকটিত হইয়াছে। আবার ভবিষ্যদ্বর্ণনে ভগবান্ কল্কির সম্ভল গ্রামে জন্মবিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে। দেবতা পূজনের সহিত এড়ুকা বা ভিত্তিস্থ অস্থি পূজার কথার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের ইঙ্গিতও রহিয়াছে। ইহা ছাড়া জ্যোতিষ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য দুই একটি তথ্যও রহিয়াছে। নক্ষত্রচক্র হইতে অভিজিৎ কেন যে পরিত্যক্ত হইল, তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে নক্ষত্র-চক্রের আদিতে রোহিণীর গণনা হইত এবং উত্তরায়ণের আদিতে ধনিষ্ঠার অবস্থিতি ছিল—ইহা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছিল।* তারপর কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ জ্যেষ্ঠা রোহিণীর প্রতি ঈর্ষান্বিতা হইয়া, জ্যেষ্ঠতা লাভ সঙ্কল্প করিয়া তপস্যার্থে বনে গমন করিলেন; তাই তিনি নক্ষত্র-পর্য্যায় হইতে বিচ্যুতা হন।† তারপর অগ্নিদৈবত স্কন্দমাতা সপ্ত নক্ষত্রযুক্তা কৃত্তিকা নক্ষত্রচক্রের আদি স্থান অধিকার করিলেন।‡ এই কৃত্তিকার মধ্যে অরুন্ধতী ব্যতীত ষট্ঋষি-পত্নীকে অন্তর্নিবেশিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, ইহার দ্বারা এই মাত্র সার বোঝা যায় যে, লেখক যে সময়ের বর্ণন করিতেছেন, তখন বাসন্তিক বিষুবান রোহিণী হইতে সরিয়া কৃত্তিকায় এবং উত্তরায়ণ ধনিষ্ঠায় সংঘটিত হইত। অপিচ তখন নক্ষত্রচক্রের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অষ্টাবিংশ নক্ষত্র হইতে অভিজিৎটিকে বাদ দেওয়া হয়। কৃত্তিকার নক্ষত্রসংখ্যা সাত দেওয়া হইয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদ। কারণ, উহাতে ছয়টি নক্ষত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে—কার্ত্তিকেয়ের ষড়ানন, ষাণ্মাতুর নামের উহাতেই সার্থকতা আছে; তাহা হইলেই ষট্ঋষিপত্নীর তাঁহাকে পোষণরূপ বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য হইতে পারে—কৃত্তিকার সপ্তশীর্ষ হইলে তাহা হয় না—সুতরাং সপ্ত স্থলে ষট্ক হওয়াই সম্ভব।§

সমস্যার প্রারম্ভে যুধিষ্ঠিরের কাম্যক-বনে অবস্থানের কথা বিবৃত হইয়াছে। তখন বর্ষাকাল কাটিয়া গিয়া শরৎকাল আরম্ভ হইয়াছে এবং তথায় বাসকালে পাণ্ডবগণ শারদীয়া কার্ত্তিকী

---

* ধনিষ্ঠাদিস্তদা কালো ব্রহ্মণা পরিকল্পিতঃ।
রোহিণী হ্যভবৎ পূর্ব্বমেবং সংখ্যা সমাভবৎ।—২২৯অ—১০।

† অভিজিৎ স্পর্দ্ধমানা তু রোহিণ্যাঃ কন্যসী স্বসা।
ইচ্ছন্তী জ্যেষ্ঠতাং দেবী তপস্তপ্তুং বনং গতা।
তত্র মূঢ়োঽস্মি ভদ্রস্তে নক্ষত্রং গগনাচ্চ্যুতম্।—৮।৯ ঐ

‡ এবমুক্তে তু শক্রেণ ত্রিদিবং কৃত্তিকা গতা।
নক্ষত্রসপ্তশীর্ষাভং ভাতি তদ্বহ্নিদৈবতম্।—১১। ঐ

§ বাইবেলে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বা Pleiadesএ সাতটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা সাক্ষাৎ দর্শনের ফল, না কোন জাতির গগনদর্শনের চর্ব্বণ, তাহা ঠিক জানি না। মার্কণ্ডেয় যদি কৃত্তিকাকে সপ্ত-নক্ষত্রযুক্তাই বলিয়া থাকেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সম্ভবতঃ পূর্ব্বে উহাকে ষট্‌নক্ষত্রযুক্তা বলিয়া গিয়াছেন এবং নক্ষত্রও স্বীয় অঙ্গে ঐ সত্যেরই সাক্ষ্য দিতেছে।

পূর্ণিমা-রজনীর উৎসব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ স্থলে পুর্ব্বসন্ধি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।* ইহার অর্থ আমাবস্তা ও পূর্ণিমা দুই হইতে পারে; কিন্তু শ্লোকের পরচরণে "কার্ত্তিকী" শব্দের উল্লেখ থাকায় উহা পূর্ণিমাই ধরিতে হইবে। কারণ, কার্ত্তিকী বলিলে কৃত্তিকাযুক্ত পূর্ণমাসীই বুঝাইয়া থাকে। আবার সমস্যার শেষাশেষি উত্তরায়ণের আদিতে ধনিষ্ঠার কথাও আছে, তাহা উপরে লিখিত হইয়াছে। পরাশর ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষকার তাঁহাদের সমসময়ের ঋতুর স্বরূপ ঐরূপই বর্ণন করিয়াছেন। তবে উভয়ের এই মাত্র প্রভেদ হইতেছে যে, তাঁহাদের দক্ষিণায়ন শেষে পৌষ আমাবস্যা পড়িত, আর মার্কণ্ডেয়ের গণনার দ্বারা তখন পৌষ-পূর্ণিমা পড়িতেছে। মনুসংহিতার লিখন-ভঙ্গী দ্বারাও বোধ হয় যে, তাহার বিধি প্রচলনসময়ে পৌষ-পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন শেষ হইত।

শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বাপ্যুপাবৃত্য যথাবিধি।
যুক্তছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোঽর্দ্ধপঞ্চমান্ ॥৯৫
পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্য্যাদ্‌বহিরুৎসর্জ্জনং দ্বিজঃ।
মাঘশুক্লস্য বা প্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্ণে প্রথমেঽহনি ॥—৯৬, ৪র্থ অধ্যায়।

যথাবিধি শ্রবণা-পূর্ণিমা বা ভাদ্রপদা পূর্ণিমায় উপাকর্ম্ম করিয়া সাড়ে চারি মাস ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করিবেন। তারপর পৌষ বা মাঘ শুক্লপক্ষ প্রাপ্তে বেদের উদ্‌যাপনবিধি অনুষ্ঠিত করিবেন। মেধাতিথি ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, সামবেদিগণ ভাদ্রপদা এবং ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদিগণ শ্রবণা পূর্ণিমায় বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিতেন। ভাদ্রপদা ও শ্রবণা পূর্ণিমায় উপাকর্ম্ম প্রাচীন প্রথা ছিল; তাহা সংহিতাকারের সময় অয়নের অগ্রসরণ প্রযুক্ত স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল; সুতরাং তাহার অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ধর্ম্মবিধির বিধান করিতে হয়, নতুবা বহু প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণায়নের আরম্ভেই বেদাধ্যয়নের নিয়ম প্রচলিত ছিল। আমাবস্তা যে অর্দ্ধমাস ও পূর্ণিমা যে মাসের শেষ, তাহাও চতুর্থ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে স্পষ্টীকৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।† সুতরাং সংহিতাকারের সময় যে আষাঢ়ী বা উত্তরাষাঢ়াযুক্ত পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হইত, তাহা বোধ হইতেছে। রামায়ণের লিখিত ঋতুও তাহাই প্রকাশ করিতেছে।‡ অতএব দেখা গেল যে, মার্কণ্ডেয়, মনুসংহিতাকার ও রামায়ণের উক্ত অংশ-লেখক—ইঁহারা তিন জনেই পরাশর ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষকারের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহারা জ্যোতিষী ছিলেন না—

---

* তেষাং পুণ্যতমা রাত্রিঃ পর্ব্বসন্ধৌ স্ম শারদী।
তত্রৈব বসতা মাসীৎ কার্ত্তিকী জনমেজয় ॥—১৮২ অঃ—১৬।

† অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা।
দর্শেন চার্দ্ধমাসান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি ॥

‡ মাসি প্রৌষ্ঠপদে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং বিবক্ষতাম্।
অয়মধ্যায়সময়ঃ সামগানামুপস্থিতঃ ॥ ৫৪
নিবৃত্তকর্ম্মায়তনো নূনং সঞ্চিতসঞ্চয়ঃ।
আষাঢ়ীমভ্যুপগতো ভরতঃ কোশলাধিপঃ ॥—৫৫, কিষ্কি. ২৮ অধ্যায়।

সুতরাং ঋতুর ব্যতিক্রম অবগত ছিলেন না; তাই প্রাচীন রীতিই অনুসরণ করিয়া পূর্ণিমান্ত মাসই ব্যবহৃত করিয়া আসিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে জ্যোতিষিগণ গগন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ঋতুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহাই আমাবস্যান্ত করিয়া যান। সুতরাং মার্কণ্ডের-সমস্যায় এই অংশ যে খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৩৯১ বৎসরের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে রচিত হয়, তাহা বোধ হইতেছে। কিন্তু ভগবান্ কল্কির বর্ণনযুক্ত অংশটি যে ইহার পরে সংযুক্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, সে বৃত্তান্তে এড়ূকচিহ্নবহুলারূপে পৃথিবীর বর্ণন আছে। ভগবান্ বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর সম্ভবতঃ এরূপ প্রথাটি প্রচলিত হয়। ইহাতে চন্দ্র-সূর্য্য, বৃহস্পতি ও তিষ্য নক্ষত্রের এক রাশিতে অবস্থিতিরূপ সত্যযুগ প্রবৃত্তির আভাসও আছে। অপিচ অনেক যুগক্ষয়লক্ষণের বর্ণনও আছে।* এগুলি বৌদ্ধ-যুগের রচনা বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, অস্থি প্রোথিত করিয়া তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করা তদবধি প্রচলিত হয়। অথবা ইহার দ্বারা পারসীক, যবন ও ম্লেচ্ছরাজগণের করতলগত ভারতের অবস্থাও বুঝাইতে পারে। তাঁহারা তাঁহাদের শব প্রোথিত করিয়া তাহার উপর সৌধ নির্ম্মাণ করিতেন। এই বর্ণনগুলি প্রকৃত ভবিষ্যৎ ঘটনার উল্লেখ, না সংঘটিত অতীত বিষয়ের আবৃত্তি, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।

শান্তিপর্ব্বে নারদ পঞ্চরাত্র নামক অধ্যাত্মতত্ত্ব বিবৃত করিতেছেন। ইহাতে বাসুদেবকে পরমাত্মা, সংকর্ষণকে জীব, প্রদ্যুম্নকে মন ও অনিরুদ্ধকে অহঙ্কার কল্পনা করিয়া উপাসনার বিধি প্রচারিত হইয়াছে। ইহা ভাগবতগণের মত। তাঁহাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র এই যে, পশুহনন না করিয়া অন্ন-সাহায্যে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করা। ইহাঁদের মতপ্রচারকের নাম উপরিচর বসু—তিনি নারায়ণের ভক্ত। তাঁহার সভাসদের মধ্যে অনেক প্রাচীন ঋষির নাম কথিত হইয়াছে। যথা—তাণ্ড্য, মেধাতিথি, কপিল ও তৎপুত্র শালিহোত্র, কঠ, তিত্তিরি ও তৎকনিষ্ঠ বৈশম্পায়ন, কণ্ব প্রভৃতি। একদা দেবগণ ও ঋষিগণ অন্ন-পক্ষ ও পশুহনন-পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিবাদ মীমাংসার্থে রাজসমীপে গমন করেন। রাজা উভয়ের মনস্তুষ্টির জন্য "ছাগেনাজেন যষ্টব্যং"

শরদ্ব্যপায়ে হেমন্তঋতুরিষ্টঃ প্রবর্ত্ততে। ১
নিবৃত্তাকাশশয়নাঃ পুষ্যনীতাহিমারুণাঃ।
শীতবৃদ্ধতরা যামা ত্রিযামা যান্তি সাম্প্রতম্। ১২
জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং ন রাজতে।—১৬ আরণ্য, ১৬ অধ্যায়।
এড়ূকচিহ্না পৃথিবী ন দেবগৃহভূষিতা। ৬৭
যদা সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী।
একরাশৌ সমেষ্যন্তি প্রপৎস্যতি তদা কৃতম্। ৯০
কল্কী বিষ্ণুযশা নাম দ্বিজঃ কালপ্রচোদিতঃ।
উৎপৎস্যতে মহাবীর্য্যো মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ। ৯৩
সম্ভূতঃ সম্ভলগ্রামে ব্রাহ্মণাবসথে শুভে।
মনসা তস্য সর্ব্বাণি বাহনাস্ত্রায়ুধানি চ। ৯৪
স ধর্ম্মবিজয়ী রাজা চক্রবর্ত্তী ভবিষ্যতি।—৯৫, বনপর্ব্ব, ১৯০ অধ্যায়।

ছাগরূপী অজ দ্বারা যজ্ঞ করা বিধেয় বলিলেন।* ইহাতে ঋষিগণ সংশয়িত হইয়া আপনা-দিগকে অপদস্থ মনে করিয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন; কিন্তু নারায়ণে অচলা ভক্তিপ্রযুক্ত তিনি শাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এ স্থলের লিখিত ঋষিগণ সম্ভবতঃ সমসাময়িক লোক ছিলেন। উহাতে অপর একজন কপিলমুনির নামও আছে। ইঁহারই পুত্র সম্ভবতঃ অশ্বচিকিৎসার প্রচারক শালিহোত্র—সিদ্ধ কপিল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তিনিই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রচারক। এই সময় হইতেই বোধ করি, ভাগবত মত প্রচারিত হয়। ইহাতে দশ অবতারের কথাও লিখিত হইয়াছে—তাহাতে হংস ও সাত্বত সংযোজিত ও বুদ্ধ পরিত্যক্ত হইয়াছেন। সাত্বত অর্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ই বুঝাইতে পারে। এ স্থলে কল্কির কথাও লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সংশয় হয়, তিনি অতীত—না ভবিষ্যৎ অবতার। ইহাতে বেদ-সঙ্কলনকাল ত্রেতা যুগ দেওয়া হইয়াছে। তিষ্য আরম্ভে কলির প্রবৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। কালযবনের মন্ত্রী জ্যোতিষী গার্গ্য ছিলেন। এই সকল বিষয় স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, ইহা পরবর্ত্তী কালের রচনা—মহাভারতে সংযোজিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে এ মতও খণ্ডিত হওয়ায় ইহার রচনা-কাল উহার রচনাকালের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা বরাবর জানিতাম, ভগবান্ ব্যাসদেবই একমাত্র বেদবিভাগকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৪৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, সারস্বতকুলপ্রসূত অপান্তরতমাও বেদের মন্ত্র, গান ও গদ্য অংশ সজ্জিত করেন। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তিনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই কার্য্য করিয়া ভগবান্ শ্রীহরির প্রীতিবিধান করেন। পরে তিষ্য বা কলিকাল প্রাপ্ত হইলে ভগবান্ ব্যাসদেব সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং ব্যাসদেবই অপান্তরতমারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এগুলি অতিপ্রাকৃত কথা; সুতরাং ইহাতে কূটকারীর হস্তকৌশল আছে, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। কারণ, এই অধ্যায়ের পরেই ব্রহ্মের জীবজগতে অখণ্ডরূপে বিদ্যমানতাবিষয়ক ব্রহ্মসূত্র-প্রতিপাদিত মত কৌশল পূর্ব্বক আলোচিত হইয়াছে। কপিলাদি মহর্ষিগণ সাংখ্য ও যোগে উপসর্গ ও অপবাদ অর্থাৎ বিধি ও নিষেধ বা অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তির সহায়তায় শাস্ত্রের সত্য প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ব্যাসদেব সংক্ষেপ ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে যাহা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অনুগ্রহে প্রকাশ করিতেছি। এইরূপে লেখক বৈশম্পায়নের মুখে গৌরচন্দ্রিকা ফাঁদিয়া স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আখ্যায়িকাটি রুদ্র ও ব্রহ্মঘটিত। রুদ্র পিতা ব্রহ্মকে তাঁহার একযোনিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন—তাহার তিনি উত্তর দিয়াছেন। ইহা আবর্জ্জনায় পূর্ণ, উহা মহাভারতের অন্যত্র বর্ণিত সাংখ্য-প্রশংসার সহিত মিশ খায় না। পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য শেষে লিখিত হইয়াছে, সাংখ্য ও যোগে যেরূপ সত্য বর্ণিত, ইহাও তাহাই অনুসরণ করিয়া কথিত। সাংখ্য যোগে

---

* অজ অর্থে বীজ, যাহার অঙ্কুরোদ্গমশক্তি রহিত হইয়াছে। ধান, যব বা গম তিন চার বৎসর থাকিলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি তিরোহিত হয়। ঋষিগণ অজ অর্থে ছাগ বুঝিয়াছিলেন—অজসংজ্ঞানি বীজানি ছাগং নো হন্তুমর্হথঃ। অজের অর্থ বীজ, সুতরাং ছাগবধ করিও না।—শান্তিপর্ব্ব, ৩৪২ অধ্যায়।

এরূপ বর্ণন নাই—ইহা স্তোক ও মিথ্যা কথা। এই রচনা যে ব্রহ্মসূত্রকারের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহারই কথার পুর্ব্বাপর সামঞ্জস্য নাই—তিনি ও তাঁহার সহযোগী জৈমিনি যে কত প্রকারে সত্যের আবরণে মিথ্যা প্রচার করিয়া হিন্দুদের সাত্ত্বিক সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গ কলুষিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

ভীষ্মপর্ব্বের প্রারম্ভে যুগকথনে লিখিত আছে যে, সত্য যুগের পরিমাণ চারি সহস্র বৎসর, ত্রেতার ৩০০০ ও দ্বাপরের ২০০০ বৎসর; কিন্তু তিষ্য বা কলির কোন পরিমাণ নিরূপিত নাই* এবং গীতায় লিখিত আছে যে, চারি জন মনু ও সপ্ত ঋষি† হইতে যাবতীয় প্রজার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু মনুসংহিতা ও মার্কণ্ডেয়-সমস্তায় যুগ-পরিমাণ ক্রমান্বয়ে ৪৮০০, ৩৬০০, ২৪০০ ও ১২০০ বৎসর প্রদত্ত হইয়াছে। মনুসংহিতায় অধিক এই লিখিত আছে যে, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে ৬ জন মনু জন্মগ্রহণ করেন; সপ্তম মনুর নাম বৈবস্বত মনু। ইহাঁরই মন্বন্তর বর্ত্তমান কালে প্রবহমান। আর ঋষিগণ নারদ, ভৃগু ও প্রাচেতস যোগে দশ জন। এই দুই পুস্তকের যুগ-পরিমাণ ও মনু ঋষির সংখ্যায় অনৈক্য আছে। বর্ত্তমান মনুসংহিতার উত্তম পরিমার্জ্জিত ভাষা এবং অনেক স্থলের বিকল্প বিধির লিখন দ্বারা স্বতঃ প্রকাশিত হয়, ইহা প্রাচীন স্মৃতিরই দ্বিতীয় সংস্করণ – ভৃগুপ্রোক্ত কথাও তাহাই দ্যোতিত করিতেছে। সুতরাং ইহা মহাভারতীয় বিষয় রচনার পরভবিক বলিয়া বোধ হইতেছে।

মহাভারতে যেরূপ ভাবে লিখিত আছে, তাহাতে বোধ হয়, উপরিউক্ত বৎসরগুলি সেই সেই যুগে মনুষ্যের পরমায়ু; সুতরাং ইহা বৈদিক "শত বৎসর মনুষ্য-পরমায়ু" মতের বিরোধী হয়। অতএব উহার অর্থ যুগপরিমাণ ধরাই যুক্তিসঙ্গত। তখন দ্বাপর যুগ প্রবহমান এবং তিষ্য বা পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ প্রযুক্ত চতুর্থ যুগের জল্পনা-কল্পনার আভাসও পাওয়া যাইতেছে। ইহার ভাব অনেকটা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনুরূপ; সুতরাং এ অংশের রচনা-কালও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালের সমান ধরা যাইতে পারে।

মহাভারত দ্রোণপর্ব্বে সঙ্কুল-যুদ্ধের প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, উভয় সৈন্য সন্ধ্যার সময় রীতিমত বিশ্রাম করিলেন; কিন্তু নিশীথে ধূসর চন্দ্র উদিত হইলে পুনঃ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহাতে বোধ হয়, তখন কৃষ্ণপক্ষের অন্ততঃ ষষ্ঠী সপ্তমী হইয়াছে। এখন কর্ণের প্রতি ভগবানের বচন

---

* চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি ভরতর্ষভ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ তিষ্যঞ্চ কুরুবর্দ্ধন। ৩
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং কুরুসত্তম।
আয়ুঃসংখ্যা কৃতযুগে সংখ্যাতা রাজসত্তম। ৫
তথা ত্রীণি সহস্রাণি ত্রেতায়াং মনুজাধিপ।
যে সহস্রে দ্বাপরে তু ভুবি তিষ্ঠন্তি সাম্প্রতম্। ৬
ন প্রমাণস্থিতির্হ্যস্তি তিষ্যেঽস্মিন্ ভরতর্ষভ।
গর্ভস্থাশ্চ ম্রিয়ন্তে চ তথা জাতা ম্রিয়ন্তি চ।—৭ ভীষ্ম, ১০ অধ্যায়।

† মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমা প্রজাঃ।—গীতা, ১০ অধ্যায়, ৬।

দ্বারা জানা যাইতেছে যে, দ্রোণের পঞ্চ দিবস যুদ্ধকালে শুক্লপক্ষ ছিল, সুতরাং সঙ্কুল-যুদ্ধের সময় অন্ততঃ শুক্লা চতুর্দ্দশী হওয়া উচিত ছিল—কৃষ্ণা ষষ্ঠী বা সপ্তমী হইবে না। সুতরাং এ রচনাসময়ে অয়নের ৭ অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হওয়ায় যে এইরূপ ঋতুর ও তিথির ব্যতিক্রম হইয়াছিল, তাহার ভুল নাই। অতএব এ অংশটি সম্ভবতঃ অশ্বমেধ পর্ব্বের রচনা-কালের সমসাময়িক রচনা অথবা তাহার পরবর্ত্তী রচনাও হইতে পারে। উদারভাবে গণনা করিলে অশ্বমেধপর্ব্বীয় ঋতুর নির্দ্দেশের যে সময় আমরা উপরে প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইতে পারে, কিন্তু বেণ্টলীর ন্যায় অনুদার ভাবে গণনা করিলে সেই সময়ই ৫০০ বৎসর অর্ব্বাচীন হইয়া যায় অর্থাৎ ঐ রচনার সময় খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ২৯০ বৎসর হয়।

মহাভারতে তিনটি গীতার উল্লেখ আছে। প্রথম ভগবান্ ব্যাসদেবের রচনা; দ্বিতীয় সনৎকুমারকথিত উদ্যোগপর্ব্বস্থ অধ্যাত্মতত্ত্ব; তৃতীয় অশ্বমেধপর্ব্বীয় অনুগীতা। ভগবানের গীতায় তিনটি স্তরের কথা বিস্তারিত ভাবে পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। এই শেষ দুইটি গীতা অনুক্রমণিকা অধ্যায়ের সূচীতে নাই, সুতরাং এইগুলি যে ব্যাসদেবের রচনা নহে, তাহা ঠিক। এগুলির পর্ব্বসংগ্রহে উল্লেখ আছে। সনৎকুমার-কথিত গীতা ধৃতরাষ্ট্র শ্রবণ করিতেছেন। ইহাতে অনেক বেদবাহ্য কথার বর্ণন আছে। প্রমাদকেই মৃত্যু বলা হইয়াছে—যমরাজ মৃত্যু নহেন। মৃত্যু ব্যাঘ্র নহে যে, উহাকে ভয় করিতে হইবে। ব্রহ্ম এক, সুতরাং বেদও এক হওয়া উচিত ছিল—তার পরেই অথর্ব্ববেদের প্রশংসা আছে। ব্রহ্মকে বেদে লাভ করা যায় না, তাঁহাকে মানসিক চিন্তার দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা এক প্রকার শূন্য চিন্তা। সর্প মনুষ্যকে দংশন করিয়া বিবরে প্রবেশ করে। ইহা নাগজাতির প্রতি ইঙ্গিত—ইহারা যে উপাংশু-হত্যায় সিদ্ধহস্ত ছিল, তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। তপস্যার প্রভাবে সূর্য্য প্রত্যহ উদয় হন এবং অপ্সরাগণ চিরযৌবনে ভূষিতা। ইহার দ্বারা বৌদ্ধগণের ক্ষণিক বিজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত আছে। হীনোমনীষিগণই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, আর কেহ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। ইহার দ্বারা হীনযান সম্প্রদায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইতেছে। সুতরাং বোধ হয়, লেখকও ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, এই গীতা কোন বৌদ্ধ কর্ত্তৃক রচিত।

অনুগীতার প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, অর্জ্জুন নারায়ণের নিকট পুনঃ গীতার সত্য শুনিতে ইচ্ছুক হওয়ায় নারায়ণ পূর্ব্বের আংশিকরূপে তাঁহার মনস্কামনা চরিতার্থ করেন। ইহা যে পরবর্ত্তী রচনা, তাহা উহার গায়ে "অনু" শব্দ দ্বারা ছাপ দিয়া চিহ্নিত রহিয়াছে। সুতরাং অনু-গীতার রচনাই ভগবদ্গীতার প্রাচীনতা প্রকাশ করিতেছে। ইহাতেই ব্রহ্মকথিত নক্ষত্রের আদিতে শ্রবণার অবস্থিতিরূপ ঋতুর নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ইহাতেই তাৎকালিক অনেকগুলি ধর্ম্মমতের বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে ব্রহ্মের অখণ্ডভাবে জগতে বর্ত্তমানরূপ ব্রহ্মসূত্র-প্রতিপাদিত মতের এবং বৌদ্ধ ও জৈনগণের ধর্ম্মমতেরও আভাস আছে। অপিচ এই সকল ধর্ম্মমত যে ব্রাহ্মণগণ বিশ্বাস ও পোষণ করিতেন, তাহাও লিখিত আছে। ইহাতে সকল ধর্ম্মের সার "অহিংসাকেই" নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কারণ, ইহাকেই মনীষিগণ শ্রেষ্ঠ নিঃশ্রেয় জ্ঞান ও

অনুমিয় ধর্ম্মলক্ষণ বলেন।* এই অংশকেই উপজীব্য স্বরূপ অবলম্বন করিয়া স্বার্থপর ধর্ম্ম-যোগিগণ সনাতন ধর্ম্মে আবর্জ্জনা অনুপ্রবেশিত করিতে সমর্থ হন। এই আবর্জ্জনার ফল ব্রহ্মসূত্র, মীমাংসাদর্শন, ছান্দোগ্য, কেন, কৌষীতকী, ঐতরেয় প্রভৃতি তথাকথিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। এইগুলি পরস্পরে তুলনা করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, ব্রহ্মসূত্র ও ছান্দোগ্য উপনিষৎ বাদরায়ণের রচনা; মীমাংসা দর্শন ও কেন বা তলবকারোপনিষৎ জৈমিনির রচনা এবং অন্যগুলি তাঁহাদেরই সহযোগিগণেরই রচনা। কিন্তু উহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া করিলাম না। এ সবগুলিতে বেদবাহ্য বিজাতীয় ভাবের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভগবান্ ব্যাসদেব তিন বেদের কথাই গীতায় লিখিয়াছেন;† সুতরাং তাঁহার সময় বেদত্রয়ই ভারতে প্রচলিত ছিল—এই কারণে "ত্রয়ী" শব্দদ্বারা সাম, ঋক্ ও যজুঃ—তিন বেদই বুঝাইত। অথর্ব্ববেদ পরে প্রচারিত হয়। ইহা যাজ্ঞবল্ক্যের সময় অথর্ব্বাঙ্গিরসরূপে বিদ্যমান ছিল এবং তাঁহার পরে অথর্ব্ববেদও ছন্দস বলিয়া বিখ্যাত হয়। এই ছন্দস্ হইতে পারসীদের "জেন্দাবস্তা" নামক ধর্ম্মগ্রন্থের উৎপত্তি—দুই শব্দের ধ্বনিগত সৌসাদৃশ্যই তাহা প্রকাশিত করিতেছে।

ভগবান্ ব্যাসদেবের সময় সম্ভবতঃ প্রাচীন ঋতুজ্ঞাপক মাসগুলিই প্রচলিত ছিল। তিনি শুক্র, শুচি, তপ ইত্যাদি বলিয়া তাহার কোথাও কোথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গীতাতে বিভূতিকথনে "মাসানাং মার্গশীর্ষোহং" মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ লিখিত আছে এবং তাহার পরেই "ঋতূনাং কুসুমাকরঃ" ঋতুর মধ্যে আমি বসন্ত ঋতু লিখিত আছে। অন্য প্রমাণের সহিত এই বিষয়ও অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক Orion গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক প্রাচীন বাসন্তিক বিষুব মৃগশিরা বা অগ্রহায়ণী নক্ষত্রে সংঘটিত হইত। সম্ভবতঃ ব্যাসদেবের সময় বিষুব রোহিণী নক্ষত্রের পূর্ব্বপাদে ঘটিত। কারণ, ইহার আভাস মার্কণ্ডেয়-সমস্যায় পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি যে বর্ত্তমান কলির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

মহাভারতে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারঘটিত অনেক সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকার বর্ণন আছে। এগুলির সহিত রামায়ণের রচনার সাদৃশ্য আছে। ইহাতে বোধ হয়, ঐ ঐ অংশগুলির রচনার সময় এক।

এইবারে নিরংশ স্থানের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। যে সময় অয়নাংশ শূন্য, তাহাকেই নিরংশ স্থান বলে। রাশিচক্রের দুই

---

* অহিংসা সর্ব্বভূতানামেতৎ কৃত্যতমং মতম্।
এতৎ পদমনুদ্বিগ্নং বরিষ্ঠং ধর্ম্মলক্ষণম্।
জ্ঞানং নিঃশ্রেয় ইত্যাহুর্বৃদ্ধা নিশ্চিতদর্শিনঃ।—অশ্ব, ৫০ অধ্যায়।

† বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারং ঋক্ সাম যজুরেব চ।
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। ১৭
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।—২০, ৯ম অ০।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।—২১ ঐ

বিষুবানই এই নিরংশ স্থানের আধার। সকল দেশের গণনা সায়ন গণিত-সাধিত, সুতরাং তাহাতে অয়নাংশের আবশ্যকতা নাই। আমাদের গণনা নক্ষত্র সম্বন্ধ-ঘটিত। সূর্য্যদেব প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রে পরে এবং বিষুবানে পূর্ব্বে উপস্থিত হওয়ায় নক্ষত্র ক্রমে পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে এবং অয়ন পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে, এই কারণে নক্ষত্র সম্বন্ধে পূর্ব্ব অয়নের প্রভেদ ঘটিতেছে—এই প্রভেদের নামই অয়নাংশ বা precession of equinox। ইউ-রোপীয় মতে এই অয়নাংশ বৎসরে ৫০.১″ বিকলা, সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ৫৪ বিকলা। অর্থাৎ প্রথম মতে ৭১.৮৫ বৎসরে ১ অংশ ও শেষ মতে ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক অংশ। অথবা ইউ-রোপীয় গণনায় ২৫৮৬৮ বৎসরে অয়নাংশ রাশিচক্রকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া পুনঃ পূর্ব্বনক্ষত্রে অবস্থিতি করে। আমাদের সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে অয়নাংশ পরিধিবৎ ভ্রমণ করে না—উহা রাশি-চক্রের দুই নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে দোদুল্যমান হয়। ইহা গণিতমতে অশুদ্ধ, কারণ, ভাস্করাচার্য্যও বাসনাভাষ্যে ইহার প্রতি নম্র কটাক্ষ করিয়াছেন। বাপুদেব শাস্ত্রী, বালগঙ্গাধর তিলক-প্রমুখ আধুনিক গণিতজ্ঞগণও ইহা অশুদ্ধ বলেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহার উল্লেখ থাকিলেও আর্য্যভট্ট ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ জ্যোতিবিগণ ইহার উল্লেখ না করায় ভাস্কর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া-ছেন। এখন জিজ্ঞাস্য, সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহা কি করিয়া আসিল? প্রাচীন জ্যোতিষীর মধ্যে বরাহমিহির যেমন জ্যোতিষের সকল জ্ঞাতব্যগুলি কালের দুর্দ্দমনীয় ও অলঙ্ঘনীয় ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়া একত্রিত ও প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন এবং অন্য অকথিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, এমন কেহ করেন নাই। তাই তিনি অয়নাংশের কথাও সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় রোমক, পৌলিশ সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গ্রীক জ্যোতিষিগণের অয়নগতি সম্বন্ধে কতক জ্ঞান ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। গ্রীসীয় জ্যোতিষিগণের মধ্যে প্রথমে হিপার্কস অয়নের বিচলন প্রকাশ করেন। তিনি পূর্ব্বপঞ্জিকার ঋতু নির্দ্দেশ ও তাঁহার নিজ সময়ের ঋতু নির্দ্দেশের প্রভেদ দেখিয়া ইহা ৭৫ বৎসরে ১ অংশ স্থির করেন। টলেমী তাঁহার গগন পর্য্যবেক্ষণ আত্মসাৎ করিয়া, তাঁহার প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া, উহা ১০০ বৎসরে ১ অংশ স্থির করিয়া যান। হিপার্কস্ (Hipparcus) খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৪৫ বৎসরে গগন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানিতে পারেন যে, শারদীয় বিষুবানের সময় Spica বা চিত্রা নক্ষত্র রাশিচক্রের ১৮৬ অংশে অবস্থিত ছিল অর্থাৎ চিত্রা নক্ষত্র বিষুবানের ৬ অংশ পশ্চিমে উদিত হইত। সার বিলিয়ম হার্ষেল তাঁহার বৃহৎ দূরবীক্ষণের সহায়তায় ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ ১লা জানুয়ারীতে ঐ নক্ষত্রের বিষুবান হইতে ২০° অংশ ২১′ কলা পূর্ব্বে অগ্রসরণ স্থির করেন। অর্থাৎ ১৮৯৫ বৎসরে অয়নাংশ যে ২৬°-২১′ পূর্ব্বে অগ্রসর হয়, তাহা বুঝিতে পারেন। ইহারই অনুপাত ধরিয়া ইউরোপীয় অয়নগতি প্রতি বৎসরে ৫০.১″ বিকলা স্থির করা হয়। এ গণনাটি সূক্ষ্ম, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং রাশিচক্রের ১৮০ অংশে বিষুবান হইলে চিত্রার অবস্থিতিও ঐ স্থলে হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে চিত্রার ধ্রুবকও তাই। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, হিপার্কসের

(°১.৮০×৬) ৪৩১ বৎসর পরে অর্থাৎ ২৮৬ খৃঃ অয়ন নিরংশ ছিল। ইহা ২০৮ শকাব্দ হয়। বরাহ তাঁহার অয়নগতির ভাব মনুসংহিতা ও মার্কণ্ডেয়-সমস্তা-লিখিত যুগপরিমাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয়। চারি যুগের সমষ্টি ১২০০০ বৎসর হয় এবং আটটি যুগের সমষ্টি ২৪০০০ বৎসর হয়। এই সময়ের মধ্যে আটটি যুগ ব্যত্যয়ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। কারণ, যেমন ক্ষুদ্র বৎসরের ছুইটি বিষুবানে ক্রান্তির অংশ থাকে না, তদ্বৎ এই বৃহৎ যুগবৎসরের ছুই বিষুবান বা মধ্যস্থলে কোন অংশ না থাকিবার কথা। এক বিষুবানে যদি সত্যযুগের আদি থাকে, তাহা হইলে অপর বিষুবানে কলির শেষ হইবে এবং পুনঃ ঐ বিষুবানে কলির আরম্ভ হইয়া অন্য বিষুবানে সত্যের শেষ হইবে। এইরূপে কালচক্র রাশিচক্রকে পরিধিবৎ ভ্রমণ করিতেছে। ইহাই হইল সত্য ও সাস্তব (rational) গণনা। সুতরাং এই মতে জানা যাইতেছে যে, অয়ন ২৪০০০ বৎসরে একবার রাশিচক্রকে পরিধিবৎ ভ্রমণ করিয়া আসে। অথবা উহা ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে—ইহাই সূর্য্যসিদ্ধান্তলিখিত গণিত দ্বারাও জানা যায়। বরাহ সূর্য্যসিদ্ধান্তে সকল বিষয়ের বর্ণনেই মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাই অন্য জ্যোতিষীর সহিত প্রভেদ রাখিবার জন্য অয়নচক্রের দোদুল্যমান গতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহা পূর্ণচক্র হয় না—চক্রের ১০৮ অংশ মাত্র হয়। তিনি তাঁহার গ্রন্থ সূর্য্যকথিত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহা চাতুরী হইলেও এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জ্যোতিষ-গ্রন্থ ভারতে নাই।

যুগের পরিধিবৎ ভ্রমণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ৪২১ শকে কলিকালের শেষ ও আরম্ভ হয় এবং বর্ত্তমান কলির আরম্ভই উহার ত্রেতার শেষ ও দ্বাপরের আদি। মহাভারতে লিখিত আছে যে, যুদ্ধকালে দ্বাপর প্রবহমান থাকিলেও তাহার সংক্ষেপ করিয়া তিষ্য কাল প্রচলনের জল্পনা-কল্পনা মুনিসমাজে হইতেছিল। ঐ সময়েই বর্ত্তমান কলি নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বে Davis সাহেবের পরাশর বা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের নিরূপিত যে কাল লিখিয়া আসিয়াছি, তাহা হার্ষেলের গণনা অনুসারে গণিত হয়। অয়নের ধনিষ্ঠার আদি হইতে মকরের আদি ২৭০ অংশে অগ্রসর হইতে (২৩°-২০´×৭১.৮৫) ১৬৭৭ বৎসর অতিবাহিত হয়। সুতরাং অয়নের তাদৃশ স্থিতিকাল খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব (১৬৭৭—২৮৬) ১৩৯১ বৎসরে হয়। কিন্তু কোলব্রুক সাহেব নিজ সাধিত গণনামতে ও বেণ্টলী দেশপ্রচলিত অয়নাংশ ধরিয়া গণনা করিয়াছেন।

ভাস্কর-লিখিত মঞ্জুলাদির নিরূপিত অয়নগতির পরিমাণ ভীষ্মপর্ব্ববিবৃত যুগসমষ্টির পরিমাণ হইতে সাধিত হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, ইহার দ্বারাও অয়নগতির পরিমাণ বৎসরে এক কলার কিছু অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী